একমেবাদ্বিতীয়ং

পৌত্তলিক প্রবোধ।

শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দেবের কৃত গ্রন্থ হইতে

উদ্ধৃত ব্রাহ্ম ও পৌত্তলিকের

প্রশ্নোত্তর।

তৃতীয় বার

২ মাঘ ১৭৮৮ শক।

কলিকাতা

ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত।

পৌত্তলিক প্রবোধ।

প্রথম প্রকরণ।

প্রাজ্ঞ—চেতনরহিত স্পন্দনরহিত বাক্যরহিত এ রূপ যে অত্যন্ত জড় পুত্তলিকা তাহাকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া তাবৎ প্রাজ্ঞ লোকের নিকট কেন আপনাকে হাস্যাস্পদ কর, আর বিজাতীয় মুখবাদ্য কক্ষবাদ্য অঙ্গুলিধ্বনি ও ভূমিতে পদাঘাত আর করতালী এবং অত্যন্ত নিন্দিত ও অশ্রাব্য গীত আর নানা কুৎসিত অঙ্গভঙ্গীকে পরমার্থসাধন জানিয়া তাবৎ মনুষ্যের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আলয় কেন হইতেছ ?

পৌত্তলিক—পুত্তলিকার আরাধনার বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ আছে, অতএব সেই প্রমাণে করিয়া থাকি, ইহা শাস্ত্রে লিখেন যে—

প্রতিমায়াং শিলাবুদ্ধিং কুর্ব্বাণোনরকং ব্রজেৎ।

যে ব্যক্তি দেবতার প্রতিমাতে প্রস্তর-বুদ্ধি করে সে নরকে যায়।

আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমৃচ্ছতি।

প্রতিমা উত্তমরূপে নির্ম্মিত হইলে দেবতার সন্নিধান হয়।

প্রাজ্ঞ—যেমন পুরাণেতে প্রতিমা পূজার অনুমতি দেখাইলে সেইরূপ ঐ পুরাণাদিতে প্রতিমা পূজার নিন্দাও প্রত্যক্ষ দেখিতেছ, যথা

মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।

ক্লিশ্যন্তি তপসা মূঢ়াঃ পরাং শান্তিং ন যান্তি তে॥

যে সকল মূঢ় ব্যক্তি মৃত্তিকা ধাতু প্রস্তর কাষ্ঠাদি রচিত মূর্ত্তিতে ঈশ্বরবুদ্ধি করে, তাহারা কেবল শারীরিক ক্লেশ পায়, মুক্তি প্রাপ্ত হয় না॥

যোমাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।

হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

যেব্যক্তি মূঢ়তা প্রযুক্ত সর্ব্বভূতব্যাপি আত্মা যে আমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রতিমার ভজন করে সে কেবল ভস্মে হোম করে॥

অতএব শাস্ত্রের পরস্পর বিবাদ দেখিতেছি, ঐ বিবাদ ভঞ্জনের দুই পথ, এক এই যে পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যকে অধিকারিভেদে স্বীকার করা যায়, অর্থাৎ পুত্তলিকা পূজার অনুমতি যাহা দেখা যায় সে মূঢ়ের প্রতি হয়, আর যাঁহার বোধাধিকার আছে তাহার প্রতি পুত্তলিকা পূজার নিষেধ আর পরমেশ্বরের উপাসনার বিধি সুতরাং নিশ্চয় হইয়াছে। শাস্ত্রে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থকারেরাও এই রূপ বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

কাষ্ঠলোষ্টেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা।
কাষ্ঠ লোষ্ট্রেতে দেববুদ্ধি মূর্খেরা করে, আর জ্ঞানি ব্যক্তিরা পরমাত্মাতে দেববুদ্ধি করেন॥

বিরোধ ভঞ্জনের আর দ্বিতীয় পথ এই যে শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ হইলে যে পক্ষ যুক্তিসিদ্ধ হয় তাহার গ্রাহ্যতা হইয়া থাকে, এ স্থলে পুত্তলিকার দেবত্ব আছে, প্রাণ প্রতিষ্ঠাধীন তা-

হার শিলাত্ব আর থাকে না ইহা এক স্থানে ক-
হেন, আর অন্য স্থানে কহেন যে তাহার ঈশ্বরত্ব
নাই ইহাতে যুক্তিসিদ্ধ কোন্ পক্ষ হয় তাহা
পুত্তলিকার দেবত্ব পরীক্ষা করিলেই অনায়াসে
নিশ্চয় হইবেক, অর্থাৎ যদি পুত্তলিকার পূর্ব্ববৎ
মৃত্তিকা পাষাণাদির ধর্ম্ম পরিবর্ত্ত হইয়া ঈশ্বরের
ধর্ম্ম তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার দ্বারা উপস্থিত
হয় তবে পুত্তলিকার ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হইতে পারে,
অথবা যদি হস্তাঘাতে খণ্ড কিম্বা অগ্নিদাহে দগ্ধ
হয় তবে পুত্তলিকার ঈশ্বরত্বনিষেধ শাস্ত্রের
সর্ব্বপ্রকারে বলবত্তা মানিতে হইবেক।

পৌত্তলিক—যুক্তি দ্বারা শাস্ত্রের বিরোধ
ভঞ্জনের যে দ্বিতীয় পথ কহিলে তাহাতে আ-
মরা সম্মত নহি, যেহেতু দেবপ্রতিমা যাহাকে
অত্যন্ত আমরা মান্য করিয়া জানি-সে কি জানি
যদি ভগ্ন কিম্বা দগ্ধ হইয়া যায়, অতএব প্রথম
বিরোধ ভঞ্জনের পথ যাহা অধিকারি ভেদে ক-

হিলে তাহাই সর্ব্ব সম্মত বটে, আমরা সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরেতে চিত্ত নিবেশ করিতে অসমর্থ হই সুতরাং প্রতিমাদিতে ঈশ্বর বুদ্ধি করিয়া উপাসনা করি, ইহাতে শাস্ত্রে কিম্বা লোকে আমারদিগকে মূর্খ কহে তাহাতে হানি নাই।

প্রাজ্ঞ—পুত্তলিকা যে তোমারদিগের অতিশয় প্রিয় তাহা অতি যথার্থ, নচেৎ আপনাকে মূর্খ ও মূঢ় অঙ্গীকার করিয়া পুত্তলিকার আরাধনা সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইতে না, কিন্তু শাস্ত্রে মূর্খ ব্যক্তির কি রূপ নিন্দা লিখিয়াছেন তাহা জ্ঞাত থাকিবেক, যথা

ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিণএবচ।
যথেষ্টাচরণস্যাহুর্মরণান্তমশৌচকং॥

বেদোক্ত ক্রিয়াহীন ও মূর্খ এবং মহারোগগ্রস্ত আর আপন ইচ্ছামত আচার যে ব্যক্তি করে এ সকলের যাবজ্জীবন অশৌচ কহিয়াছেন।

অতএব পরমেশ্বরেতে চিত্তের অভিনিবেশ করিবার বুদ্ধি থাকিতে কেন ইচ্ছা পূর্ব্বক পুত্ত-

লিকার প্রীতিতে আপনাকে মূর্খ কহাও। বি-
শেষ আশ্চর্য্য এই যে শাস্ত্র বিবেচনা বিষয়ে
কিম্বা রাজকর্ম্মে অথবা অন্য কোন বিষয়ে তো-
মারদিগকে যদি কেহ মূর্খ কহে তবে তাহার
প্রাণ হরণে উদ্যত হইবা, যে হেতু আপনাকে
অন্য সকল হইতে সকল বিষয়ে বুদ্ধিমান্ জানি-
য়া থাকহ, কিন্তু পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে
প্রবৃত্তি দিলে কহিবে যে আমরা অল্পবুদ্ধি দু-
র্ব্বল অধিকারি অতএব সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরের
উপাসনাতে অসমর্থ হই যে হেতু সে অত্যন্ত
দুষ্কর হয়, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে পুত্ত-
লিকার উপাসনা যাহা তোমরা করিয়া থাকহ
ইহা হইতে অধিক দুষ্কর অন্য কোন কর্ম্ম নাই,
যে হেতু জড় পিণ্ডকে সচেতনরূপে জ্ঞান কর, আর
যাহার খাইবার শক্তি নাই তাহার নিকট অ-
ন্নাদি প্রদান কর, যাহার আঘ্রাণ করিবার শক্তি
নাই তাহার নিকটে নানাপ্রকার সুগন্ধি পু-

ম্পাদি দিয়া সে তুষ্ট হইল এমত অভিপ্রায় কর, এবং সেই মৃত্তিকা পাষাণ পিণ্ডেতে ঈশ্বরত্ব বোধ করিয়া থাক, অথচ শীত কালে কি জানি শীতে দুঃখ পায় এ নিমিত্ত তাহাকে শীতবস্ত্র দিয়া বেষ্টিত কর, গ্রীষ্ম কালে বায়ু ব্যজন কর, ও মশার ভয়ে তাহাকে রাত্রিতে মশারির মধ্যে রাখহ; অতএব এক বস্তুতে এক কালে ঈশ্বর জ্ঞান করা ও অনীশ্বর জ্ঞান করা ইহা হইতে সংসারে অন্য কোন বিষয় কঠিন এবং দুষ্কর নাই, তবে বালক কাল অবধি অভ্যাস দ্বারা এরূপ ভাবনাতে তোমারদিগের দুষ্কর বোধ হয় না, যেমন নটেরা বাল্যাবধি অভ্যাস বলেতে অতি দুষ্কর যে অনেক ছুরি ও অনেক ভাঁটা এক কালে লোফন তাহা অনায়াসে করে।

পৌত্তলিক—প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরেতে প্রতিমাতে দেবতার আবির্ভাব প্রত্যক্ষসিদ্ধ, অতএব প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তু অমান্য হইতে পারে না।

প্রাজ্ঞ- -তোমরা এবং আমরা উভয়েই প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে প্রাণ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে পুত্তলিকার যে পাষাণত্ব মৃত্তিকাত্ব অথবা কাষ্ঠত্ব ছিল পরেও তাহাই আছে, মক্ষিকা মশকাদি পুত্তলিকার শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে আপাদ মস্তকে যে রূপ বিহার করিত প্রতিষ্ঠার পরেও সেই রূপ বিলাস করে, পূর্ব্বে যেমন ভূম্যাদিতে পতিত হইলে খণ্ড খণ্ড হইত সেই রূপ প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরেও হয়, আহার নিদ্রা স্পন্দনের কোন শক্তি পূর্ব্বেও ছিল না পরেও সে সকল নাই, তবে দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে ইহা কি রূপে নিশ্চয় হয়? বস্তুত বাল্য কাল অবধি নানাপ্রকার আবির্ভাবের জনশ্রুতি দ্বারা এই রূপ সংস্কার হইয়া যায় যে কোন সময়ে ঐ পুত্তলিকাকে হাস্যবদন দেখ, কখন ম্লানবদন উপলব্ধি কর; যেমন গারো এক জাতি তাহারা বাল্য কাল অবধি বিড়ালকে জনশ্রুতির দ্বারা

দেবতা করিয়া স্বীকার করে, তাহারাও নানা-
প্রকার চমৎকার বিড়ালেতে দেখিতে পায়, সু-
তরাং জনশ্রুতি দ্বারা বুদ্ধি মলিন হইলেই এরূপ
ভ্রমজ্ঞান মনুষ্যের হইয়া থাকে, আশ্চর্য্য এই যে
অন্য অন্য তাবৎ বস্তুর প্রত্যক্ষে তোমারদিগের
সকলের সহিত আমারদিগের ঐক্য থাকে, কিন্তু
পুত্তলিকার হাস্য বদনের প্রত্যক্ষ অনৈক্য হয়,
যাহার অবলোকন শক্তি, চলৎশক্তি, এবং চেত-
নাদি কিছু নাই তাহার স্থানে মনুষ্য যাহার
হিতাহিত জ্ঞান আছে সে কিরূপে পুত্রের প্রার্থনা
ধনের ও আরোগ্যের যাচ্ঞা করে, এবং এই সক-
লের প্রাপ্তির নিমিত্তে উৎকোচ অর্থাৎ সেই অচে-
তন বস্তুকে ঘুষ দেয়, ইহা হইতে অধিক আর লজ্জার
কারণ কি আছে ? বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ দেখিতেছ
যে এরূপ ঘুষ দানের দ্বারা অনেকের কোন কার্য্য
সিদ্ধ হয় না অথচ অনেক ব্যয় ও আয়াস করিয়া ঐ
পূজাদিরূপ ঘুষ দিতে পুনঃ পুনঃ স্বীকার করহ।

পৌত্তলিক—এই রূপ প্রার্থনা যে সকল লোক পুত্তলিকার নিকটে করে তাহারদিগের মধ্যে অনেকেরো কার্য্য সিদ্ধ হয়, এবং যাহারা প্রধান প্রধান নামলব্ধ পুত্তলিকার তুচ্ছতা করিয়াছে তাহারদিগের সমুচিত দমনও হইয়াছে।

প্রাজ্ঞ—যেমন কাহার কাহার পুত্তলিকার আরাধনাতে কার্য্য সিদ্ধ হয়, সেই রূপ অনেকে যাহারা পুত্তলিকার নিকট কদাপি প্রার্থনা করে না তাহারদিগেরও মনোভিলাষ মধ্যে মধ্যে পরিপূর্ণ হয়, অতএব মনোভিলাষের পূর্ণতা হওয়া কিম্বা না হওয়া ইহা ঈশ্বরাধীন; লোকে কারণ সত্ত্বে হয়, কারণের অভাবে হয় না, ইহার সহিত পুত্তলিকার কি সম্বন্ধ আছে? পুত্তলিকার হস্ত পাদ কি জানি কখন ভগ্ন হয় এ আশঙ্কায় তাহার পূজকেরা সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, অতএব দেবতার অবির্ভাবে সম্যক্ প্রকারে তাহারদিগের নিশ্চয়

থাকিলে পূজকেরা এপর্য্যন্ত পুত্তলিকার রক্ষার নিমিত্ত সতর্ক হইত না। আর অন্যেক দমন করিবাতে প্রধান প্রধান পুত্তলিকার শক্তি আছে যাহা কহিলে তাহাতে বিশ্বাস তবে আমরা করিতাম যদি ইন্দুর ও তৈলপায়িকা প্রভৃতি পুত্তলিকার অঙ্গরাগকে নষ্ট করিতে ও তাহার শরীরে গর্ত্ত করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে পুত্তলিকা শাস্তি দিত, এবং মক্ষিকা নানা অশুচি দ্রব্যে বসিয়া পুত্তলিকার শরীরে যখন বৈসে তখন তাহারও বারণ ও শাস্তি করিত। সে যাহা হউক পুত্তলিকার কত শক্তি আছে আর কি শক্তি নাই তাহার পরীক্ষা অনায়াসেই হইতে পারে, অর্থাৎ আমারদিগের হস্তে পুত্তলিকাকে রাখিয়া দেখো কে কাহার সমুচিত দণ্ড করিতে পারে।

পৌত্তলিক—পুত্তলিকার দেবত্ব এবং কোন ক্ষমতা যদি নাই তবে শাস্ত্রে অজ্ঞানির প্রতিই

বা ইহার আরাধনার অনুমতি করিবার কি প্র-
য়োজন ছিল ?

প্রাজ্ঞ—যে সকল অজ্ঞান লোক বিশ্বের অ-
দ্ভুত ও নিয়মিত রচনা এবং শরীরের বিচিত্র
নির্ম্মাণ ইহার অবলোকন দ্বারা বিশ্বের কারণ
ও জগতের নিয়ম কর্ত্তা যে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপক
পরমেশ্বর তাঁহাতে নিশ্চয় করিয়া ধর্ম্ম এবং
ব্যবহার নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ না হয়, তাহারা
নাস্তিক ভাবে কাল হরণ করিয়া লোকের উৎ-
পাত জনক হইবেক এই আশঙ্কায় ঐ সকল অ-
বোধকে তাহারদিগের পৃথক্ পৃথক্ রুচির অনু-
সারে বালকের ন্যায় মগ্ন রাখিবার নিমিত্ত না-
নাবিধ পুত্তলিকা এবং পশু পক্ষি বৃক্ষ নদী
প্রভৃতি যাহা প্রত্যক্ষ এবং অনায়াসে প্রাপ্ত হয়
তাঁহার আরাধনাতে ফলের লোভ দেখাইয়া
অনুমতি করিয়াছেন, যথা।

মূঢ়ানাং ভোগদৃষ্টীনামাত্মানাত্মাবিবেকিনাং।
রুচয়ে চাধিকারায় বিদধাতি ফলং শ্রুতিঃ॥

ফলাসক্ত যে সকল মূঢ় যাহারদিগের আত্মার এবং অনাত্মার বিবেচনার শক্তি নাই, তাহারদিগের প্রবৃত্তির এবং অধিকারের নিমিত্ত শাস্ত্রে ফলের কথন করিয়াছেন।

ঐ সকল অজ্ঞানেরা বাল্য কালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুত্তলিকা এবং ধুলার নৈবেদ্য ও ছোট ছোট পাত্রাদি এসকলের দ্বারা খেলা করিয়া চিত্ত রঞ্জন করিত, সেই রূপে যুবা কালে ও বৃদ্ধ সময়ে বৃহৎ বৃহৎ পুত্তলিকা ও তণ্ডুলাদির বৃহৎ বৃহৎ নৈবেদ্য এবং প্রশস্ত পাত্রাদি দ্বারা নানাপ্রকার খেলাতে চিত্তের সন্তোষ জন্মায়, ঐ সকল বালকের ন্যায় খেলা তাহারদিগের নিত্য ক্রিয়ার এবং তিথিবিশেষের উৎসবে ব্যক্তই আছে, যেহেতু ঘ্রাণেন্দ্রিয়রহিত শিলাদিকে উত্তম পুষ্পের আঘ্রাণ করাইব এই উদ্দেশে বালকের ন্যায় পুষ্পাহরণ করে, এবং শ্রবণেন্দ্রিয় রহিতের নিকট নানাবিধ বাদ্যধ্বনি করে, আর যাহার আস্বাদনের শক্তি নাই তাহাকে নানাবিধ

উত্তম খাদ্য দ্রব্য অর্পণ করিয়া অবোধ বালকের ন্যায় গ্রাসমুদ্রা দেখায়, এবং দর্শনেতে অসমর্থ যে বস্তু তাহার সম্মুখে আরতি করে, ও তিথিবিশেষে কর্দ্দমে পতিত হইয়া পরস্পর হস্তাহস্তি মুষ্টামুষ্টি পুত্তলিকার সম্মুখে করিয়া থাকে, কোন কোন তিথিতে পুত্তলিকার নিকটে পিতা পুত্র ও ভ্রাতা এবং অন্য গুরুতর লোক একত্র মিলিয়া অকথ্য কথন পূর্ব্বক নানা কুৎসিত প্রকার শরীরের ভঙ্গী করিয়া নৃত্য করে, সে স্থানে আপনার ও অন্য প্রতিবাসির স্ত্রীলোকপরম্পরা থাকিলেও এ রূপ অকথ্য কথনে ও শরীরভঙ্গীতে নিবৃত্ত হয় না। কোন সময়ে নৌকার উপরি পুত্তলিকাকে লইয়া যথেষ্টাচার করে, পরমেশ্বরের আরাধনাতে এ সকল অবোধের কেন শ্রদ্ধা হইবেক সুতরাং এ সকল খেলা না থাকিলে তাহারদিগের কাল হরণের কোন উপায় থাকিত না।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

পৌত্তলিক—আমরা পুত্তলিকার আরাধনা করি না কিন্তু এ সকল পুত্তলিকা বিশেষ বিশেষ দেবতার প্রতিমূর্ত্তি হয়েন, ঐ সকল দেবতা জন্মমরণরহিত নিত্য সর্ব্বজ্ঞ পরব্রহ্ম হয়েন, ইহাঁর দ্বারা দেবতাদিগের আরাধনা করিয়া থাকি।

প্রাজ্ঞ—জিজ্ঞাসা করি ঐ বিশেষ বিশেষ দেবতারা সকলেই পরব্রহ্ম হয়েন কি তাঁহাদিগের মধ্যে এক জনকে পরব্রহ্ম বল, ইহার উভয়ই অসম্ভব হয়, যেহেতু সকলকে পৃথক্ পৃথক্ পরব্রহ্ম মানিলে বেদ বাক্য অপ্রমাণ হয়, কেননা বেদে সর্ব্বত্র এক ব্রহ্ম কহেন, এবং অনেক স্বতন্ত্র ব্রহ্ম

কহিলে যুক্তি বিরুদ্ধ হয়, যে হেতু ঐ পাঁচ জন কি দশ জন স্বতন্ত্র ব্রহ্ম যদি হয়েন তবে সকলের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের শক্তি এবং অন্য সর্ব্ব শক্তি তাঁহাদের মানিতে হইবেক, কেননা যাহার সর্ব্ব শক্তি নাই তাহাকে ব্রহ্ম বলা যায় না, এ রূপে এক সর্ব্ব-শক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে যদি সৃষ্টি প্রভৃতি জগতের তাবৎ কার্য্য নির্ব্বাহ হইল তবে অন্য সকল ব্রহ্ম সম্যক্ প্রকারে অপ্রয়োজন হইলেন; অতএব প্রত্যেক ঐ সকল দেবতাকে স্বতন্ত্র পরব্রহ্ম কহিতে পারিবে না, আর তাঁহারদিগের মধ্যে কেবল একেকেও ব্রহ্ম কহা শাস্ত্র এবং যুক্তি বিরুদ্ধ হয় যেহেতু যেমন ঐ একেকে কল্পনা করিয়া পুরাণাদিতে ব্রহ্ম কহিয়াছেন, সেই রূপ অন্য অন্যকেও স্থানান্তরে কল্পনা করিয়া ব্রহ্ম কহেন, অতএব কল্পনাকে এক স্থানে সত্য জ্ঞান করা অন্য স্থানে সত্য জ্ঞান না করা এ সর্ব্বথা অসিদ্ধ হয়।

পৌত্তলিক—তাঁহারা সকলে পৃথক্ পৃথক্ নহেন, বস্তুত এক, কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ শরীরে দৃষ্ট হয়েন।

প্রাজ্ঞ—ঐ সকল বিশেষ বিশেষ দেবতার পৃথক্ পৃথক্ বাস স্থান ও পৃথক্ পৃথক্ স্ত্রী পুত্র থাকিয়া এবং পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা ও কাম ক্রোধাদি থাকিয়াও পরস্পর যুদ্ধ এবং সন্ধি করিয়াও যদি তাঁহারা এক হইতে পারিলেন, তবে ঘট পট মনুষ্য পশু প্রভৃতি তাবৎ জগৎই এক কেন না হউক, অতএব আকার ভেদ বর্ণ ভেদ স্থান ভেদ চেষ্টা ভেদ ক্রিয়া ভেদ থাকিতেও অনেক বস্তুকে এক করিয়া কহা চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি তাবৎ ইন্দ্রিয়কে জলাঞ্জলি না দিলে হইতে পারে না। বস্তুত ঐ সকল দেবতার জন্ম মরণ আছে এবং তাঁহারাও আমরাও পশু পক্ষি প্রভৃতি সকলেই অনিত্য হই, প্রভেদ এই যে আমারদিগের জন্ম মৃত্যু ত্বরায় হয়,

তাঁহারদিগের কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে হইয়া থাকে; যথা—

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবতাভূতজাতয়ঃ।
সর্ব্বে নাশং প্রযাস্যন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতা ও প্রাণি সকল নাশকে পাইবেন, অতএব যাহাতে শ্রেয় হয় এমত করিবে।

তাঁহারা কাম ক্রোধ লোভ মোহ এবং পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে সর্ব্বদা ব্যাপৃত, সেই রূপ মনুষ্য পশ্বাদিও কাম ক্রোধাদিতে বিব্রত হয়। পৌত্তলিকের মান্য কোন কোন কল্পিত ব্রহ্মের জন্মসময়ে মস্তক ছিন্ন হয়, পরে যুদ্ধকালে দন্ত ভগ্ন হইয়া যায়, কোন ব্রহ্মের রক্তপাত এবং মূর্চ্ছা হয়, এবং কোন ব্রহ্মের ব্যাধহস্তে দারুণ শরাঘাতে প্রাণত্যাগ হয়; কোন ব্রহ্মের চপেটাঘাতে দন্ত ভগ্ন হয়, অদ্যাপি তাঁহাকে দন্তহীন জানিয়া পিটালির নৈবেদ্য দিয়া থাকেন, কাহারও বা শাপে ও শোকে

প্রাণত্যাগ হয়; ইহার প্রমাণ মহাভারত ও পুরাণাদি শাস্ত্র আছেন। মনুষ্যকেও ঐ প্রকার নানাবিধ দুর্দশাগ্রস্ত হইতে দেখিতেছি, আর যে রূপ দেবতাতে ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ আছে সেইরূপ ব্রহ্ম সকলের অন্তরাত্মা, এপ্রযুক্ত মনুষ্যাদিতেও ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ আছে যথা

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইত্যাদি।

এই প্রমাণের দ্বারা কি দেবতা কি মনুষ্যাদি সকলেরই ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হইল, তবে দেবতাদিগকে কেবল কেন ব্রহ্ম কহ, আর মনুষ্যাদি জগৎকে কেন ব্রহ্ম না কহ।

পৌত্তলিক—দেবতাদিগের জন্ম মরণ কাম ক্রোধ রাগ দ্বেষ মূর্চ্ছা মোহ ইত্যাদি লীলা মাত্র, বস্তুত তাঁহারা নির্লিপ্ত হয়েন।

প্রাজ্ঞ—কি মনুষ্যাদি কি দেবতাদি সকলেরই অন্তরাত্মা যে পরমাত্মা তিনি নির্লিপ্ত, দেহবিশিষ্ট যে জীবাত্মা তিনি আপনার কর্ম্ম জন্য

সুখ দুঃখে লিপ্ত, কিন্তু দেহের জন্ম মরণ ও ক্রিয়া লইয়া জীবাত্মাতে আরোপ মাত্র হয়, দেবতা সকল অন্য অন্য জন্তুর ন্যায় দেহ বিশিষ্ট ও দেহের ব্যাপার বিশিষ্ট হইয়াছেন, তত্রাপি যদি দেবতারদিগের প্রত্যক্ষসিদ্ধ জন্ম মরণ মস্তকচ্ছেদ রাগ দ্বেষ ইত্যাদিকে লীলামাত্র স্বীকার কর, তবে মনুষ্য পশু পক্ষি প্রভৃতি সকলের জন্ম মরণ কাম ক্রোধ ইত্যাদিকে লীলা করিয়া স্বীকার করিতে কে বারণ করে? যে হেতু বস্তু বিবেচনায় তাবৎ সংসার মায়িক লীলা মাত্র হয়, অতএব এক শরীরের চেষ্টা ও দুঃখ ও শোককে লীলা করিয়া জানা আর অন্য অন্য শরীরের দুঃখাদিকে বাস্তবিক করিয়া মানা সর্ব্ব প্রকারে অসিদ্ধ হয়।

পৌত্তলিক—দেবতাদিগের হইতে অলৌকিক ব্যাপার সকল হইয়াছে, যাহা মনুষ্য হইতে অসম্ভব, অতএব কেবল দেবতাদিগের জন্ম মরণ লীলা মাত্র হয়।

প্রাজ্ঞ—প্রথমত যমদগ্নির বচন হইতে ইহা প্রাপ্ত হয় যে ঐ সকল দেবতাদিগের যেমন নাম রূপের কল্পনা করিয়া শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, সেই রূপ বিশেষ বিশেষ নীতি ও ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের প্রভাব কহিবার নিমিত্ত ইতিহাস ছলে দেবতাদিগের নানা প্রকার ক্রিয়ারও কল্পনা করিয়াছেন, যথা

রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদিককল্পনা।

রূপ যদি কাল্পনিক হইল তবে সে রূপের ক্রিয়াও সুতরাং কাল্পনিক হইবেক। দ্বিতীয়ত যেমন দেবতাদিগের অলৌকিক কর্ম্ম করিবার কথন আছে, সেই রূপ অগস্ত্য জহ্নু বশিষ্ঠ জনক প্রভৃতি ইহাঁরা সকলে দেবতাদিগের ন্যায় অলৌকিক ক্রিয়া করিয়াছেন, এমত পুরাণাদিতে লিখিয়াছেন, অতএব ইহাঁরদিগের জন্ম মরণ মিথ্যা হইয়া ইহাঁরাও কি স্বতন্ত্র ব্রহ্ম হইবেন।

পৌত্তলিক—ঐ সকল দেবতাদিগের উপাসনা করিয়া মুনিরা ও রাজারা পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব তদনুসারে দেবতাদিগের আরাধনা আমরাও করি।

প্রাজ্ঞ—দেবতারা ও মুনিরা ও রাজারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে পরমেশ্বরেরই কেবল উপাসনা ও সমাধি করিতেন, দেবতাদিগের সহিত ও মুনিরদিগের সহিত সমভাব ছিল, যজ্ঞাদি দ্বারা তাঁহারা দেবতার উপকার করিতেন, দেবতারাও পূজাদি প্রদান দ্বারা তাঁহারদিগের তুষ্টি জন্মাইতেন, কখন দেবতারদিগের সহিত তাঁহারদিগের প্রণয় থাকিত, কখন অপ্রণয় হইত, ইহার প্রমাণ গণেশের দন্ত ভঙ্গ ও ইন্দ্রের লক্ষ্মী ত্যাগ ও বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুর পদাঘাত ও যদুবংশের নাশ ও বাণাঘাতে কৃষ্ণের মৃত্যু এবং শিবের মেহন প্রাপ্তি এ সকল বৃত্তান্ত পুরাণে প্রসিদ্ধ আছে। যদি মুনিরা ঐ সকলকে

সাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া জানিতেন তবে অত্যল্প ক্রোধে দন্ত-ভগ্ন পদাঘাত বংশনাশ ইত্যাদি শাসন করিতেন না, বস্তুত যখন যে দেবতাকে কিম্বা অন্য কোন বস্তুকে পুরাণে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিয়াছেন, তখন তাহার প্রতি তাবৎ ব্রহ্ম-ধর্ম্মের আরোপ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহাকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা এবং সকল দেবতা ও রাজা ও ঋষিদিগের আরাধ্য করিয়া কহিয়াছেন, পুনর্ব্বার পুরাণান্তরে সেই দেবতাকে অন্য দেবতার জন্যও সেবক ও অধীন করিয়া কহিয়াছেন, এবং ঐ অন্য দেবতাতে তখন ব্রহ্ম-ধর্ম্মের আরোপ করিয়াছেন। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষি মুনিরা দেবতারদিগের ন্যায় কেবল এক পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেন, দেবতারদিগের সহিত তাঁহারদিগের সমরূপে ব্যবহার ছিল, এবং পরস্পর পূজ্য পূজক ভাব ছিল, তুষ্টি হইলে বর প্রদান করিতেন, ক্রোধ

হইলে অভিসম্পাত দিতেন, ইহা তাঁহারদিগের গ্রন্থেই ব্যক্ত আছে। লৌকিক দৃষ্টান্তে কেন না দেখ, যদি তোমারদিগের ন্যায় ঐ ঋষিরা ও রাজর্ষিরা জন্ম মরণ বিশিষ্ট অবয়বির উপাসনা করিতেন, তবে তোমারদিগের ন্যায় তাঁহারদিগেরও অনেকের উপাস্য দেবতার নামে নাম হইত, কিন্তু তাঁহারদিগের কাহারও নাম হরিচরণ কৃষ্ণচরণ রাইচরণ প্যারীমোহন নিতাইদাস চৈতন্যচরণ ইত্যাদি আধুনিক নামের ন্যায় সম দেখিতে পাই না, যে হেতু ভারতাদি গ্রন্থ বিদ্যমান, এবং ঋষিদিগের ও রাজারদিগের নাম তাহাতে লিখিত আছে, বশিষ্ঠ শক্তি পরাশর ব্যাস শুক ধৌম্য গর্গ গোভিল দুর্ব্বাসা শাণ্ডিল্য কশ্যপ অগস্ত্য পুলস্ত্য কুরু যযাতি মান্ধাতা ভরত রঘু পাণ্ডু যুধিষ্ঠিরাদি সহস্র সহস্র নাম যাহাতে পুত্তলিকার সম্বন্ধ নাই।

পৌত্তলিক—প্রতিমার আরাধনার প্রসাদাৎ অনেকে সিদ্ধ হইয়া মারণোচ্চাটন বশীকরণে সমর্থ ও মৃতকে জীবন ও অপুত্রকে পুত্র এবং নির্ধনকে ধন আপন আপন বাক্য বলে প্রদান করিয়াছেন ও করিতেছেন, অতএব ঐ প্রতিমাদির ঈশ্বরত্বে কি সন্দেহ আছে ?

প্রাজ্ঞ—যে ব্যক্তি পাষাণ মৃত্তিকা লোড়াকে এবং বনের বৃক্ষকে ঈশ্বর করিয়া বোধ করিতে পারে, সে অবোধের নিকট কোন এক মনুষ্য যে বৃহৎ জটা ও দীর্ঘ ফোটা ও বিজাতীয় চক্ষুর্ভঙ্গিমা ও হস্তপাদাদি বিচালনা রাখে এমত প্রতারক সেই মনুষ্য আপনাকে সিদ্ধ বলাইবেক ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ঐ সকল প্রতারকেরা অবোধদিগের নিকট আপনাকে বাক্-সিদ্ধ এবং ভূত ভবিষ্যতের জ্ঞান বিশিষ্ট জানায় অথচ ঐ অজ্ঞানেরা প্রত্যক্ষ দেখে যে ঐ সকল প্রতারকের বাটীতে ও অতি সন্নিকটে যে যে ব্যাপার
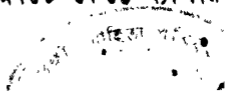
হয় তাহাও অনেক জানিতে পারে না। তাহারা অথবা তাহারদিগের অমাত্যগণ কিম্বা আত্মীয়গণ রোগেতে ও দরিদ্রতাতে কখন কখন অতি ক্লেশ পায় অথচ তাহারদিগকে বাক্য দ্বারা ও স্বস্ত্যয়ন দ্বারা অরোগী ও অদরিদ্র করিতে পারে না; কিন্তু যখন জ্ঞানবানের সহিত সকল ধূর্ত্তদিগের কর্ম্ম পড়িয়াছে তৎক্ষণাৎ তাবৎ ধূর্ত্ততা প্রকাশ পাইয়া সমুচিত ফল হইয়াছে। প্রত্যক্ষ কেন না দেখ; যে কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্ত্তি স্থান সকলেতে অন্য স্থান অপেক্ষা করিয়া সুবোধ মনুষ্য আছেন, অতএব ঐ সকল প্রতারকের প্রতারণা এই সকল স্থানে বাহুল্যরূপে চলে না, ঐ রূপ ডাইনের রোজা ও ভূতের রোজা কলিকাতার নিকট অতি অল্প দেখিতে পাইবে, কিন্তু বনবিষ্ণুপুরে ও বঙ্গদেশে ও কামাখ্যা দেশে যেখানে অজ্ঞান পরিপূর্ণ আছে, ঐ সকল প্রতারকের অত্যন্ত সম্মান এবং ভূতের

ও ডাইনের মাহাত্ম্য প্রতি ঘরে প্রসিদ্ধ হয়। পৌত্তলিকের সিদ্ধতার পরীক্ষা অনায়াসে হইতে পারে অর্থাৎ ঐ এক জন সিদ্ধকে তাহার সিদ্ধতা প্রকাশ করিতে আমারদিগের নিকট কহ তখন এ বিবাদের সিদ্ধান্ত এক কালেই হইবেক। তোমরা আপনারাই কহিয়া থাক যে

ন হরিঃ শঙ্করো ব্রহ্মা নিয়তং কেন বাধ্যতে।

অথচ বিশ্বাস কর যে অমুক সিদ্ধ ব্যক্তি সজীবকে নির্জীব করিলেন, ও সূর্য্যকে উদয় হইতে দিলেন না। তোমারদিগকে ঈশ্বর মনুষ্যদেহ দিয়াছেন, মনুষ্যের ন্যায় বোধ ও ব্যবহার করহ, ঈশ্বরের নিয়মিত বিষয়কে মনুষ্য উল্লঙ্ঘন করে এমত বিশ্বাস মনুষ্যের হওয়া অতি দুঃখের বিষয় হয়। বিশেষত এ অনুভব কেন না কর যে তোমারদিগের মধ্যে যাহারা অধিক নির্ব্বোধ হয় তাহারা তোমারদিগের অপেক্ষা করিয়াও নানা প্রকার পুত্তলিকা যাহাকে তোমরা মান্য না কর

তাহার আরাধনাতে তৎপর হয়, এবং ঐ সকল পুত্তলিকার নিকট প্রতি কর্ম্মেই বর প্রার্থনা করে যেমন স্ত্রীলোক ও ইতরজাতি, তাহারা তোমারদিগের নামলব্ধ পুত্তলিকাকে সুতরাং মান্য করিয়া থাকে, অধিকন্তু ষষ্ঠী মাকাল কালুরায় দক্ষিণরায় ওলাবিবী প্রভৃতিকেও মান্য করে অথচ তোমরা তাহারদিগের মান্য কতক পুত্তলিকাকে উপহাস কর, সেই রূপ কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে যে সকল পুত্তলিকাকে এখন সজীব রূপোজ্ঞান করিতেছ তাহাকেও উপহাস করিবে।

তৃতীয় প্রকরণ।

পৌত্তলিক—যুক্তি সিদ্ধ অথবা শাস্ত্র সিদ্ধ হউক অথবা না হউক পিতৃ পিতামহ যাহা কয়িয়া আসিয়াছেন তাহাই করিব।

প্রাজ্ঞ—এ অতি আশ্চর্য্য যে পুত্তলিকা লইয়া খেলাইবার নিমিত্ত পিতৃ পিতামহের নাম উল্লেখ করহ, নতুবা কি লৌকিক কি পারমার্থিক কোন বিষয়ে আপন আপন পিতৃ পিতামহের ব্যবহারানুসারে অতি অল্প কর্ম্ম করিয়া থাক। তোমারদিগের মধ্যে যাঁহারদিগের পিতৃ পিতামহ সৎকর্ম্মান্বিত এবং বিদ্যা ব্যবসায়ি ছিলেন তাঁহারা পিতৃ পিতামহের ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ঘোর বিষয়ি হইয়া ম্লেচ্ছের দাসত্ব করিতেছেন। তাঁহারদিগের মধ্যে যদি কাহার ধনবত্তা হয়

যাহা করিয়াছেন তাহাই কর্ত্তব্য, তাহার উল্লঙ্ঘন করা অকর্ত্তব্য হয়, অতএব যখন তুমি আপনিই স্বীকার করিতেছ যে শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম পিতৃ পিতামহ না করিলেও কর্ত্তব্য, তখন সর্ব্বশাস্ত্র-বিহত ব্রহ্মোপাসনা যদ্যপি পিতৃ পিতামহ ক-রেন নাই তাহা কেন না করহ ? অর্থাৎ বেদে পুরাণে স্মৃতিতে তন্ত্রেতে সর্ব্বত্র যে ব্রহ্মোপাস-নার বিধি তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেন পুত্তলি-কার উপাসনাতে মিথ্যা কাল ক্ষেপ করহ ?

পৌত্তলিক—আত্মোপাসনার বিধি সর্ব্বশাস্ত্রে আছে, তাহা না করিলে সদ্গতি হয় না, এমত্ত যদি হইল, তবে পিতৃ পিতামহাদি যাঁহারা পর-ব্রহ্মের উপাসনা করেন নাই তাঁহারদিগের কি সদ্গতি হয় নাই ?

প্রাজ্ঞ—তাঁহারদিগের পুত্তলিকা লইয়া খেলা করাতে দুর্গতি হইতে পারে না, যেহেতু স্বার্থ-পর পণ্ডিতেরা পুত্তলিকার আরাধনার প্রচারে

যথেষ্ট লাভ আপনারদিগের দেখিয়া ঐ পুত্ত-
লিকা পূজাতেই সর্ব্বদা তাঁহারদিগকে প্রবৃত্তি
লওয়াইতেন, আর উপনিষদাদি মোক্ষ প্রয়ো-
জক শাস্ত্র সকলের প্রকাশ না করিয়া তাঁহার-
দিগকে জানাইতেন যে পুত্তলিকার আরাধনা-
তেই সর্ব্ব সিদ্ধি হইবেক, বস্তুত তাঁহারদিগের
অনেকের শাস্ত্রে অভিনিবেশ ছিল না, সুতরাং
ঐ সকল পণ্ডিতের কথাতে বিশ্বাস করিয়া তাঁ-
হারদিগের উপদেশানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠানে ত্রুটি
করিতেন না, অতএব তাঁহারা প্রতারিত ছিলেন,
তাঁহারদিগের দোষ কি, প্রতারকেরদিগের ই-
হাতে অবশ্য অতিশয় পাপ আছে, কিন্তু যাঁহারা
উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রের পাঠ দ্বারা, অথবা
ভাষা বিবরণ দ্বারা, এবং বিচার দ্বারা সর্ব্বদা
জানিতেছেন যে পরমেশ্বরের উপাসনা ব্যতি-
রেকে আর নিস্তার নাই; আর পুত্তলিকার
উপাসনা কেবল খেলা, অত্যন্ত মূঢ়ের জন্য

শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া ও জানিয়াও পরমেশ্বরের উপাসনা না করিয়া পুত্তলিকা লইয়া পুত্তলিকার খেলা দোলাতে রত হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের যথেষ্ট হানি ঐহিকে ও পারত্রিকে হইতে পারে।

পৌত্তলিক—প্রতিমার আরাধনা মহাজন পরম্পরায় হইয়া আসিতেছে, অতএব মহাজনেরা যাহা করিয়া আসিতেছেন তাহাই কর্ত্তব্য।

প্রাজ্ঞ—কৌলেরা আগমবাগীশ বিরূপাক্ষ প্রভৃতিকে মহাজন শব্দে কহিয়া আসিতেছেন, আর তাঁহারা হরিদাস গৌরাঙ্গদাস নিতাইদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবের মহাজনদিগকে অবহেলা করেন, ঐরূপ বৈষ্ণবেরা হরিদাস গৌরাঙ্গদাস নিতাইদাস প্রভৃতিকে মহাজন জানিয়া আগমবাগীশ প্রভৃতির নিন্দা করেন, আর উদাসী প্রভৃতি অনেকে শুক নানককে মহাজন কহিয়া

থাকেন, ঐই প্রকার নানা পথের লোক সকল পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিকে মহাজন কহিয়া থাকেন, কিন্তু ঐ মহাজন সকলের পরস্পর মতের অ-ত্যন্ত অনৈক্য। এইক্ষণে সকলকে মহাজন জা-নিয়া সকলের মত গ্রহণ করিতে হইাবক, কি শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা যাইবেক। বস্তুত মহাজন পদবাচ্য মনু যাজ্ঞবল্ক্য বশিষ্ঠ গৌতম ব্যাস প্রভৃতি হয়েন, তাঁহারা কেবল পরমে-শ্বরের উপাসনা দ্বারা কৃতার্থ হইয়াছেন, ইহার প্রমাণ পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, এবং তোমরা কেন না বিবেচনা করহ যে ব্যাস প্রভৃতি যদি কোন হস্ত পাদাদি বিশিষ্ট দেবতার উপাসনা করি-তেন তবে পুরাণাদিতে স্থানে স্থানে ঐ দেব-তাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অধীন ও পরাস্ত হয়েন, এমত রূপে বর্ণন করিতে কদাপি সাহস করিতে পারিতেন না। তাঁহারা পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেন, অতএব সেই পরমেশ্বরের

আরাধনাং কেবল কর্ত্তব্য হয়। গড্ডলিকা প্রবাহে যেমন এক মেষ, স্রোতোজলে অথবা কূপেতে পড়িলে অন্য মেষ সকল সেই জলে অথবা কূপে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করে, ইহার কারণ ঐ মেষ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারদিগের যদি তাৎপর্য্য বোধের এবং বাক্য প্রয়োগের শক্তি থাকিত তবে এই উত্তর দিত যে ঈশ্বর আমারদিগের ভদ্রাভদ্র বিবেচনার শক্তি দেন নাই, সুতরাং এক অগ্রগামী মেষকে জলে পড়িতে দেখিলাম আমরাও তদনুসারে জলে পড়িলাম, ইহাতে দুঃখই পাই, আর প্রাণই বা যাউক, এই রূপ উষ্ট্রের বৎস কন্টক ভোজন করিয়া মুখে যখন অতিশয় রক্তপাত করে সে কালে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার তাৎপর্য্য বোধের এবং বাক্য প্রয়োগের শক্তি থাকিলে এই কহিত যে আমার পিতৃ পিতামহকে কন্টক ভোজন করিয়া

মুখে রক্ত পাত করিতে দেখিয়াছি আমিও সুতরাং তদনুসারে কন্টক ভোজন করি, যেহেতু ঈশ্বর আমাকে সৎ অসৎ বিবেচনার শক্তি দেন নাই। কিন্তু মনুষ্যের সন্তান যাহাকে ঈশ্বর ভদ্রাভদ্রের ও সৎ অসৎ বিবেচনার শক্তি দিয়াছেন, সে যখন লৌকিকে অত্যন্ত হাস্যাস্পদ ও পরমার্থে অত্যন্ত হানিজনক কর্ম্ম সকল করিতে প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ ভুড়ি দেওয়া, নৃত্য করা, মুখ বাদ্য, কক্ষ বাদ্য, এবং উৎসবেতে পরস্পর লঙ্ঘালঙ্ঘি, ও কুৎসিত ও অশ্রাব্য ভাষাতে গান, এ সকল ক্রিয়াকে পরমার্থ সাধন জানিয়া করে, এবং ঈশ্বরকে পারদারিক, চোর, কপটী, কামী, ক্রোধী, লোভী ইত্যাদি অপবাদ দেয়, ইহার কারণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে আপনি কোন হেতু কহিতে না পারিয়া কেবল ঐ মেষ ও উট প্রভৃতি পশুর ন্যায় উত্তর করে, যে এই রূপ পরম্পরায় করিয়া আসিতেছেন,

এ নিমিত্ত আমরাও করি। ইহা হইতে অধিক দুঃখ কি আছে, যে হেতু মনুষ্যে আর পশুর বৎসে এরূপ কথনেতে কি প্রভেদ রহিল ?

পৌত্তলিক—আমরা পুত্তলিকা আরাধনার সংস্থাপনের নিমিত্ত শাস্ত্র প্রমাণ দিব, অতএব গড্ডলিকা প্রবাহ কহিতে পারিবে না।

প্রাজ্ঞ—এ বিষয়ে উত্তর পূর্ব্বেই দিয়াছি, যে শাস্ত্রে পুত্তলিকা আরাধনার বিধি মূঢ় অবোধের প্রতি দিয়াছেন, অতএব তোমরা শাস্ত্র পাঠে ও বিষয় কর্ম্মে সর্ব্বত্র সুবোধ হও, কেবল পুত্তলিকা আরাধনের সময় আপনাকে অবোধ কহ, অতএব বাক্য কৌশলে ধর্ম্মকে বঞ্চনা করিতে পারিবে না।

চতুর্থ প্রকরণ।

পৌত্তলিক—আমরা যাহা ইচ্ছা তাহা করিব, তোমারদিগের ইহাতে দুঃখ পাইবার কি কারণ, এবং পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিবারই বা কি আবশ্যক।

প্রাজ্ঞ—অন্যের দুঃখ দেখিলে দুঃখ উপস্থিত হওয়া এ একপ্রকার স্বভাবসিদ্ধ, সুতরাং তোমারদিগের বিজাতীয় ইচ্ছা পূর্ব্বক দুরবস্থা দেখিয়া দয়া জন্মে, এবং দয়া জন্মিলেই কারণ করিতে হয়, যেহেতু কখন কখন আমরা তোমারদিগের বৃদ্ধ এবং যুবাকে বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতে দেখি, অর্থাৎ যেমন বালকে পুত্তলিকাকে আহার শয্যাদি প্রদান করে সেই রূপ ঐ বৃদ্ধ এবং যুবারা পুত্তলিকাকে ভোগ দিয়া সে ভোগ তাহার উচ্ছিষ্ট জ্ঞান করিয়া পরম

আহ্লাদে ভোজন করে, পুরুষ পুত্তলিকার সহিত স্ত্রী পুত্তলিকার বিবাহ দেয়, এরূপ বালকের চরিত্র বৃদ্ধ যুবা ব্যক্তিদিগের দেখিলে কাঁহার না দয়া জন্মিতে পারে? দ্বিতীয় কারণ, উন্মাদগ্রস্ত ক্ষিপ্তের ন্যায় চেষ্টা করিতে দেখিতে পাই যে একাকী ঘরের মধ্যে কখন কখন আপন বাম পাদকে ভূমিতে আঘাত করে, কখন বা মস্তকের চতুর্দ্দিকে বেষ্টিয়া তুড়ী দিতে থাকে, কখন বা অতিবেগে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে, কখন বা বলেতে কক্ষ দেশে বাহুর আঘাত করে, কখন কখন আপন গালে চপেটাঘাত করিয়া থাকে, কখন বা অঙ্গুলিভঙ্গী হস্তভঙ্গী দেহভঙ্গী বিবিধ প্রকারে করে, সুতরাং যাহারদিগের বোধাধিকার আছে, সে সকল ব্যক্তিকে এরূপ উন্মত্তের ক্রিয়া করিতে দেখিলে কাঁহার না দয়া উপস্থিত হয়? কখন কখন পানদোষে মগ্নচিত্ত যে সকল লোক তাহারদিগের ন্যায় ব্যবহার

করিতে অত্যন্ত শুদ্ধাচার ব্যক্তি সকলকে দেখি, অর্থাৎ মাতৃ সম্বোধন যে দেবতাকে করিয়া স্থাপন করেন, তাহার সম্মুখে কদর্য্য বাক্য উচ্চারণ এবং নিন্দিত অঙ্গ ভঙ্গী যাহা অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির নিকট করিতেও লজ্জা জন্মে, তাহা করিয়া থাকেন, এবং অন্য অন্যকে ধন প্রদান দ্বারা সেই আপন পরমারাধ্য দেবতাকে এবং তাবৎ স্ত্রী পুরুষ পরিবারকে অত্যন্ত নিন্দিত দুর্ব্বাক্য শুনান এবং ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্যজনক নানাবিধ অঙ্গ ভঙ্গী আপন এবং অন্যের স্ত্রী পরম্পরার নিকট করিতে ঐ কবিওয়ালাদিককে অনুমতি দেন, অতএব স্বভাবস্থ লোক হইতে এরূপ অযোগ্য কর্ম্ম কদাপি হয় না, সুতরাং জ্ঞানবানকে এরূপ মত্তের ন্যায় কর্ম্ম করিতে দেখিলে কাহার দয়া না জন্মে? তৃতীয় কারণ মুখে হস্তে এবং সর্ব্বাঙ্গে কাদা কিম্বা ফাগু অথবা রক্ত দ্বারা বিবর্ণ করিয়া পরস্পর

বাহু যুদ্ধ, মুষ্টি প্রহার এবং নানাবিধ উৎপাত ক্রিয়া ও লম্ফ ঝম্ফ যাহা তোমরা নন্দোৎসবে দোল যাত্রাতে ও মহানবমীতে পরমার্থ বোধ করিয়া দেবতার সম্মুখে করিয়া থাকহ, যাহা মনুষ্য হইতে প্রায় সম্ভব হয় না, সুতরাং এরূপ অমনুষ্যের ব্যবহার মনুষ্যে দেখিলে কাহার না দয়া হয়? চতুর্থ কারণ যে ইষ্ট দেবতাকে পিতা হইতে সহস্র রূপে গুরুতর জান, তাঁহার সঙ অন্যকে কল্পনা করিয়া আপন সম্মুখে সেই ব্যক্তিকে নৃত্য করাও, এবং বাসুদেব কাগুদেব ইত্যাদি অন্য অন্য ভণ্ডের দ্বারা তাঁহাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করাইয়া আহ্লাদিত হও, ইহা সকল ভক্তির কর্ম্ম কি উপহাসের কর্ম্ম হয়, ইহা বিবেচনা কেন না করহ? অতএব পরমার্থ বিষয়ে এই রূপ বিদ্রূপ ও ভাঁড়ামী দেখিয়া কাহার দুঃখ না উপস্থিত হয়? আর কখন গঙ্গা প্রাপ্তির নিমিত্ত বৃদ্ধ রোগী গ্রস্ত পিতা মাতাকে পৌষ মাসের দুই

প্রহর রাত্রে জলে ডুবাইয়া হত্যা করহ যেহেতু সে সময় এপ্রকার অত্যন্ত শীত এবং উৎকট বাতাস হয় যে হৃষ্ট পুষ্ট যুবাকে চারি দণ্ড জলেতে মগ্ন করিয়া রাখিলে তাহার মৃত্যু হওনে কোন বিচিত্রতা নাই এবং যুবতী অথবা বৃদ্ধা ভগিনী কিম্বা পিতামহী কন্যা বধূ ইত্যাদিকে স্বর্গ প্রলোভ দেখাইয়া রজ্জু ও বাঁশ দিয়া বন্ধন পূর্ব্বক দাহ করিয়া থাকহ এরূপ পি তৃমাতৃ হত্যা স্ত্রী হত্যা নর হত্যা সর্ব্বদা অন্যকে করিতে দেখিলে স্বভাবসিদ্ধ বারণ করিতে অবশ্যই হয়। গঙ্গাকে পাপ মোচনী জ্ঞান করিয়া রাত্রিশেষে এবং দিবসে স্ত্রীলোকের যাতায়াতের দ্বারা কি রূপ কদর্য্য ব্যবহার মধ্যে মধ্যে না হয়, ইহা হইতে কি লজ্জাস্পদ আর আছে যে অনেক পুরুষের মধ্যে এক বস্ত্র পরিধান করিয়া স্ত্রীলোক অঙ্গ মার্জ্জন পূর্ব্বক স্নান করিয়া পা-র্থিবলিঙ্গ পূজা করিতে থাকে এবং তীর্থ যাত্রা

ছলে দূরদেশে সহস্র সহস্র অন্য পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের গমনে কি কি দোষ হইবার সম্ভাবনা না হয়।

পৌত্তলিক—অবলম্বন ব্যতিরেকে ব্রহ্মবাদিরা কি রূপে আরাধনা করিতে পারেন?

প্রাজ্ঞ—জগতের এবং শরীরের নানাবিধ অলৌকিক নিয়ম পূর্ব্বক যুক্তিসিদ্ধ রচনাকে দেখিয়া ইহার কারণ সর্ব্বজ্ঞ অতি বিচক্ষণ এক পরমেশ্বর আছেন, ইহাতে নিশ্চয় করিয়া তাঁহার শ্রবণ মনন দ্বারা আমরা কৃতার্থ হই, যেহেতু এই রূপ পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট জগতের এবং শরীরের যন্ত্র, যাহার প্রত্যেক খণ্ড ও প্রত্যেক অবয়ব এক এক প্রয়োজনের নিমিত্ত হইয়াছে, তাহার নিয়ম পূর্ব্বক রচনা বিচক্ষণ কর্ত্তা বিনা কদাপি হইতে পারে না, ইহার দৃষ্টান্ত লোকেতে দেখ, যে কোন আশ্চর্য্য নিয়ম বিশিষ্ট ঘটিকা যন্ত্র প্রভৃতি বস্তু তাহা অকস্মাৎ অথবা কোন

অচেতন কারণ হইতে কদাপি হয় না, এই হেতু আমরা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ কার্য্যের মহত্ত্ব দেখিয়া কারণের অতি মহত্ত্বে নিশ্চয় করি, কিন্তু তোমার দিগের ন্যায় মনেতে হস্ত পদাদি যুক্ত এক মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া অথবা হস্তের দ্বারা এক পুত্তলিকা কল্পিত করিয়া হস্ত পাদাদি অঙ্গ ভঙ্গী এবং ন্যাচা গাওয়া লম্ফ ঝম্প করিয়া কালক্ষেপ করি না, এবং এই মনের কল্পিত কিম্বা হস্তের নির্ম্মিত মূর্ত্তির তুষ্টির উদ্দেশে বালকের ন্যায় ক্রীড়া করি না।

পৌত্তলিক—জগতের এবং শরীরের রচনা দ্বারা জগতের কারণ আছেন, ইহা সিদ্ধ হয়, কিন্তু তিনি কি প্রকার ইহা যদি জানা না যায় তবে তাঁহার নিশ্চয় কি রূপে হইবেক?

প্রাজ্ঞ—শরীরের স্পন্দন ও চেষ্টা দ্বারা শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া যে জীব আছেন তাহাতে নিশ্চয় হইতেছে, কিন্তু সেই জীব, যাঁহা হইতে

আমি ও আমার এই অভিমান হইতেছে; এবং তাবৎ বস্তুর জ্ঞান জন্মিতেছে সে জীব কি প্রকার হয় ইহা জানা যায় না, সেই রূপ বিশ্বের রচনা ও নিয়মের প্রত্যক্ষ দ্বারা বিশ্বব্যাপি এক জগতের কারণ আছেন তাহাতে নিশ্চয় হয়, কিন্তু কি প্রকার তিনি হয়েন ইহা জানা যায় না, সেই রূপ এখানে জানিবে, অর্থাৎ পরমেশ্বর আছেন ইহাতে নিশ্চয় হইয়া তাঁহার স্বরূপকে তন্ন তন্ন রূপে অন্বেষণ করিলে তিনি বাক্য মনের অগোচর হয়েন ইহাই মাত্র স্থির হয়।

পৌত্তলিক—পরমেশ্বর বাক্য মনের অগোচর ইহা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু যে বস্তু বাক্য মনের অগোচর হয় তাহার উপাসনা হইতে পারে না, এ নিমিত্ত আমরা সাকার দেবতাকে ঈশ্বর বোধ করিয়া উপাসনা করি।

প্রাজ্ঞ—যদি এক জন অতিবালককালে কোন ভিন্ন দেশে দস্যুহস্তে পতিত হইয়া গমন

করে সেই ব্যক্তি আপন পিতার নির্ণয় করিতে না পারিয়া পিতার উদ্দেশে কোন শ্রাদ্ধাদি করিবার সময়ে পশু পক্ষিকে পিতৃ সম্বোধন করিয়া শ্রাদ্ধ কদাপি করিবেক না, কিন্তু আপন জন্মদাতা এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেক, সেই রূপ এ স্থলেও জানিবে যে পরমেশ্বর কি প্রকার হয়েন তাঁহার উদ্দেশ পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁহাকে জগতের কারণ ও বিশ্বের নিয়ন্তা ইত্যাদি প্রকার ভাবনা করিয়া উপাসনা কর্ত্তব্য হয়, সুতরাং এই রূপ শ্রবণ মননকে তাঁহার উপাসনা জানিবে, কিন্তু আইস তুমি বইস তুমি বস্ত্র ও অঙ্গুরি প্রভৃতি গ্রহণ কর, পুষ্পের আঘ্রাণ লও, আহার কর, পশ্চাৎ বিদায় হও, এই রূপ খেলা যাহাকে তোমরা উপাসনা কহ, সে পুত্তলিকার উপাসনা বটে, কিন্তু পরমেশ্বরের উপাসনা নহে।

পৌত্তলিক—সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরের উপাসনা

বেদান্ত সম্মত হয়, কিন্তু ইহার অধিকার গৃহস্থের প্রতি নহে।

প্রাজ্ঞ—তোমার একথা অত্যন্ত শাস্ত্র বিরুদ্ধ, এবং যুক্তি বিরুদ্ধ হয়, যেহেতু বেদে ও মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিতে এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রে গৃহস্থের প্রতি পরমেশ্বরের উপাসনার বিধি সর্ব্ব প্রকারে আছে, সিদ্ধ পরম্পরা দ্বারা কেন না দেখ বৃহদারণ্যক উপনিষদে ইন্দ্র ও বিরোচন জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং মুণ্ডকোপনিষদে দেখ মহাগৃহস্থ যে শৌনক তিনি অঙ্গিরার নিকট ব্রহ্ম জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন, এবং ছান্দোগ্যে শ্রুতি-রাজা ও শ্বেতকেতু গৌতম জনক প্রভৃতি এ সকলেই গৃহস্থ হইয়া পরমেশ্বরের উপাসনাতে তৎপর ছিলেন, এবং যুক্তি দ্বারাতেও অনুভব করহ যে অন্য অন্য আশ্রমে যেমন সুবোধ এবং নির্ব্বোধ আছে, সেই রূপ গৃহস্থের মধ্যেও বুদ্ধিমান এবং জড় আছে, ঐ সকল জড়কে

দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত পুত্তলিকা খেলার অনুমতি দিয়াছেন, আর বুদ্ধিমানের জন্য পরমেশ্বরের উপাসনার বিধি দিয়াছেন, অতএব গৃহস্থ-সকল বিশেষ মতে পরমেশ্বরের উপাসনাতে অধিকার রাখেন, তবে এ যথার্থ বটে যে, লাভার্থী ব্যক্তি-সকল এ কথা কহিয়া থাকেন, যে, পরমেশ্বরের উপাসনাতে গৃহস্থের অধিকার নাই, ইহার কারণ স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে গৃহস্থেরা ধনবান্ প্রায় হইয়া থাকেন, অতএব তাহার দিগের পুত্তলিকা উপাসনা করাতে ঐ সকল পণ্ডিতেরদিগের অধিক লাভ আছে, পরমেশ্বরের উপাসনায় সে লাভ নাই যেহেতু পুত্তলিকার অলঙ্কার বস্ত্রাদি প্রদান ও আহারের নৈবেদ্য ও বৈকালী শীতল ও বাল্যভোগ ইত্যাদি তাহারদিগের লাভের জন্য হইয়া থাকে এবং উৎসবাদি দিবসে বিশেষ উপচার পুত্ত-লিকার উদ্দেশে দিতে হয়, এবং ব্রত মহোৎসব

যাত্রা ও স্বস্ত্যয়ন পুরশ্চরণ প্রভৃতি কর্ম্মেতে পুত্তলিকা সংক্রান্ত অনেক ব্যয় হয়, ঐ সকল তাবৎ সামগ্রী ঐ লাভার্থী পণ্ডিতে পর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং গৃহস্থেরা যত পুত্ত-লিকার উপাসনাতে মগ্ন থাকে, তাহারদিগের তত লাভের আধিক্য হয়।

পৌত্তলিক—চিত্ত শুদ্ধি না হইলে পরমেশ্বর-তত্ত্বকে জানিতে পারে না, এ সকলের কি চিত্ত-শুদ্ধি হইয়াছে যে পরমেশ্বর তত্ত্বকে জানিতে বাসনা করে?

প্রাজ্ঞ—চিত্তশুদ্ধি যদি না হইত তবে পরমেশ্বরের উপাসনাতে তাহারদিগের প্রবৃ-ত্তিই হইত না, যেহেতু পরমেশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্তির প্রতি কারণ চিত্তশুদ্ধিকে শাস্ত্রে কহিয়াছেন, অতএব পরমেশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্তি দেখিলেই নিশ্চয় হইবেক যে এ ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি অবশ্যই হইয়াছে, আর বিশেষ রূপে

চিত্ত শুদ্ধি হওয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে হয়, এই হেতু তাঁহার সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে, কিন্তু চিত্ত শুদ্ধি না হইলে উপাসনা করা অকর্ত্তব্য, একথা তোমারদিগের মুখে শুনা অতি আশ্চর্য্য, যেহেতু তোমারদিগের তান্ত্রিক মতে পুত্তলিকার উপাসনাতে লিখিয়াছেন যে

শান্তোবিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণাক্ষমঃ।
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতোযতী।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যোভবতি নান্যথা।

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হয় এবং বিনয়ী হয়, সর্ব্বদা শুচি হয়, শ্রদ্ধা যুক্ত হয়, ধারণাতে পটু ও শক্তিমান্ ও আচারাদি গুণ বিশিষ্ট ও সুন্দর বুদ্ধিমান্ সচ্চরিত্র ও সংযত ইত্যাদি গুণ বিশিষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি দীক্ষার অধিকারী হয়, ইহার অন্যথা নাই।

অতএব জিজ্ঞাসা করি যে তোমারদিগের কোন্ ব্যক্তি এতাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পুত্তলিকার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইয়াছে?
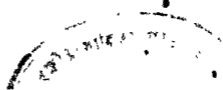
পৌত্তলিক—ব্রহ্মোপসনার কোন ধর্ম্ম তোমারদিগের হইতেছে না, কেবল তোমরা আপনাদিগকে মিথ্যা ব্রহ্মবাদী বলাইতেছ।

প্রাজ্ঞ—আমারদিগের এই এক ধর্ম্ম যে পরমেশ্বরকে এক সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বসাক্ষি করিয়া জ্ঞান করা এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্যের এবং আপনার অপকার না হয়, এমত যত্ন করা এই দুই যথা সাধ্য আমারদিগের কর্ত্তব্য এবং অভ্যাস ও যত্ন দ্বারা সম্পূর্ণ মত ক্রমশ হইতে পারে, কিন্তু তোমারদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানে এবং পুত্তলিকার উপাসনায় যে যে বিধি আছে, তাহার কোটি অংশের এক অংশ তোমারদিগের হয় না,—অগ্নিহোত্র করা তোমারদিগের নিত্য ধর্ম্ম তাহা কেন না করিয়া থাক, বলি বৈশ্বদেব ও প্রাতঃস্নান ও নিত্য শ্রাদ্ধ ও সন্ধ্যা এবং অর্থের সহিত গায়ত্রী জপ ও ব্রত উপবাস ও আহারাদির নিয়ম ও ম্লেচ্ছ অন্ত্যজের সংসর্গ ত্যাগ, এ

সকলের কি কি করিয়া থাকহ, এবং এতদ্ভিন্ন শাক্ত শৈব বৈষ্ণবাদির পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম ও নিয়ম যাহার ইয়ত্তা নাই তাহারি বা কোন্ ব্যক্তি কি করিয়া থাকে, অতএব তোমারদিগের যে ধর্ম্ম তাহার লেশ মাত্র তোমারদিগের হয় না, অথচ অন্যের ধর্ম্মানুষ্ঠানে ত্রুটি হয়, ইহা দ্বেষ প্রযুক্ত আশঙ্কা করিয়া বিদ্রূপ কর।

পৌত্তলিক—তোমরা এক প্রকারে পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেছ, আমরাও এক প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিতেছি, অতএব উভয় প্রকার উপাসনা যথার্থ হইলে আমরা উভয়েই চরিতার্থ হইব, আর এক যথার্থ এক অযথার্থ ইহার প্রমাণ কি ?

প্রাজ্ঞ—আমরা জগতের কারণ করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করি, অতএব এই অসাধারণ গুণ যাহাতে থাকিবেক তাহারি উপাসনা হইবেক, সুতরাং আমরা কৃতার্থ হইব, তোমারদিগের

মতানুসারেও আমারদিগের হানি নাই, যেহেতু যদি কালী জগতের কারণ হয়েন কিম্বা বিষ্ণু কিম্বা শিব জগতের কারণ হয়েন, অথবা অন্য যে কেহ জগতের কারণ হয়েন, তাহাতে আমারদিগের উপাসনা কদাপি ব্যর্থ হইবে না, যেমন কাশীর রাজার নিকট ডাকে পত্র পাঠাইতে হইলে যদি পত্রে লিখ যে এই পত্র কাশীর রাজার নিকট পৌঁহুছিবেক তবে যে কোন ব্যক্তি কাশীর রাজা হউক তাহার নিকট সেই পত্র পৌঁহুছিবেক, আর কাহারো বিশেষ নাম করিয়া লিখ, আর সে ব্যক্তি কাশীর রাজা না হয় তবে পত্র তাঁহার নিকট পৌঁহুছিবেক না, বরঞ্চ ফিরিয়া আসিবেক, সেই রূপ এখানেও জানিবে, যে নানামতে নানা ব্যক্তিকে জগতের কারণ কহিয়াছেন, এমত সন্দেহ স্থলে এক বিশেষ ব্যক্তিকে তোমরা জগতের কারণ বলিয়া উপাসনা করহ, যদি সে জগতের কারণ না হয়

তবে তোমারদিগের উপাসনা নিরর্থক হইবেক, কিন্তু আমারদিগের উপাসনা কদাপি ব্যর্থ হই-বেক না।

পৌত্তলিক—আমরা যে কোন সাকার দেব-তার উপাসনা করি তিনি জগতের কারণ হউন, কিম্বা না হউন, আমরা বিশ্বাস পূর্ব্বক যাহার উপাসনা করিব তাহাতেই আমরা কৃতার্থ হইব, যেহেতু বিশ্বাসই সকলের মূল হয়।

প্রাজ্ঞ—এ অত্যন্ত অযথার্থ, যেহেতু বিশ্বাস-ধর্ম্ম বিশ্বাস কর্ত্তাতে থাকে, সে অন্য বস্তুর শক্তিকে অন্যথা করিতে পারে না, যেমন বিষ মিশ্রিত দুগ্ধকে দুগ্ধ বিশ্বাস করিয়া খাইলে সে দুগ্ধের গুণ করিবেক এমত নহে, বরঞ্চ বিষের কার্য্য করিয়া যে পান করে তাহাকে নষ্ট করি-বেক, যেমন এক শিশু এবং পতঙ্গ অগ্নিকে অতি প্রিয় জ্ঞান করিয়া তাহাকে স্পর্শ করে, কিন্তু অগ্নি তাহার বিশ্বাসের বিপরীতে অবশ্যই দাহ

করিবেক, এই রূপ সহস্র সহস্র উদাহরণ স্থল আছে, অতএব একের বিশ্বাস দ্বারা বস্তুর শক্তি কদাপি অন্যথা হয় না, সেই রূপ কোন নামরূপ নশ্বরকে জগতের কারণ বিশ্বাস করিয়া উপাসনা করিলে না তাহার কারণত্ব সিদ্ধ হইবেক, না তোমার উপাসনা সিদ্ধ হইবেক, কেবল ভ্রম মাত্র।

পঞ্চম প্রকরণ।

পৌত্তলিক—যাহার গুরু যাহা উপদেশ করিয়াছেন তাহাই সত্য, সেই উপদেশানুসারে অনুষ্ঠান করিলেই কৃতার্থ হইবেক।

প্রাজ্ঞ—যিনি শাস্ত্র সম্মত সদুপদেশ দেন তাঁহাকেই গুরু কহি, যেহেতু গুরু লক্ষণে এবং গুরুর প্রণামে কহিয়াছেন যে

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

জ্ঞানরূপ অঞ্জনের শলাকার দ্বারা অজ্ঞান রূপ অন্ধকারকে নষ্ট করিয়া যিনি চক্ষুঃ প্রকাশ করেন তিনি গুরু হয়েন।

অতএব প্রথমে শাস্ত্র সিদ্ধ গুরু হউন পশ্চাৎ তাঁহার উপদেশের দ্বারা কর্য্য দর্শিবেক, যে ব্যক্তি জ্ঞান কাহাকে বলে তাহার লেশও জানে

না, কেবল পার্ব্বণী ও শীতুড়ীর ছলে ধন গ্রহণ করিবার জন্য শিষ্য করে, তাহার উপদেশ কেবল দুঃখ ও দুর্গতির কারণ হয়, অতএব মহাদেব কহিয়াছেন যে,

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভোয়ং গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥

শিষ্যের বিত্তাপহরণ করে এমত গুরু অনেক আছে, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপ দূর করেন যে গুরু তিনি অতি দুর্লভ হয়েন।

অতএব শাস্ত্র সম্মত পরমেশ্বরের পথকে উপদেশ করেন যে গুরু তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিলে কৃতার্থ হইতে পারে নতুবা এক অন্ধ অন্য অন্ধকে পথ দেখাইলে উভয়েরি দুর্গতি হয়, ইহা মুণ্ডকোপনিষদে কহিয়াছেন যে,

অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।

অর্থাৎ অজ্ঞান গুরু শিষ্যকে উপদেশ করিলে, সে গুরু শিষ্য উভয়ই অন্ধ হয়েন।

শাস্ত্রে লিখিয়াছেন যে গুরু জ্ঞান দিয়া এক-বার গুরু দক্ষিণা লইবেন, কিন্তু আশ্চর্য্য দেখা যায় যে বৎসরের মধ্যে বারম্বার কখন পার্ব্বণী সাধিবার উপলক্ষে কখন কখন পুত্রের উপনয়ন ও বিবাহাদির উপলক্ষে মোষণ ও বিত্তাপহরণ করেন, আর শিষ্যের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত কহেন যে পুত্রে ও শিষ্যে সমান স্নেহ, কিন্তু কখন দেখিলাম না যে পুত্রের ধন শিষ্যকে দেন, কিন্তু শিষ্যের ধন লইয়া পুত্রকে সর্ব্বদাই দিতে দেখি-তেছি।

মহাথেদের বিষয় এই যে জগতের কারণ যে ঈশ্বর তাঁহাকে ঈশ্বর কহিব না এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, আর মৃত্তিকা পাষাণ জল ও কোন কোন বৃক্ষ ও চীল প্রভৃতি পক্ষি শৃগালাদি পশু এসকলকে ঈশ্বর কহিতে এবং আরাধনা ক-রিতে প্রস্তুত আছ, এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে সর্ব্বদা উদ্যোগী হও, আর যদি কেহ তোমার-

দিগের এই রূপ মহা অজ্ঞানতা দেখিয়া শাস্ত্রের দ্বারা, অথবা যুক্তির দ্বারা, ঈশ্বরকে ঈশ্বর বোধ করিতে এবং তাঁহার আরাধনা করিতে তোমারদিগকে কহে, তবে তাহার উপকারেতে উপকৃত না হইয়া বরঞ্চ শত্রুতা ও নানা কুৎসা করহ।

পৌত্তলিক—ব্রহ্মোপাসনার প্রথম সোপান কর্ম্ম হয়, তাহা না করিলে কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞান সাধন হইতে পারে যেমন ক খ না লিখিয়া কিরূপে ব্যাকরণ পাঠের অধিকার হইতে পারে।

প্রাজ্ঞ—যে ব্যক্তি কখ লিখে তাহার উদ্দেশ্য এই হয় যে ইহা সাঙ্গ করিয়া ব্যাকরণ আরম্ভ করিব, এবং ক খ সাঙ্গ করিয়া ব্যাকরণ পড়িবার যোগ্য হইলে ক খ লিখিবার প্রতি যত্ন করে না, সোপানের দ্বারা উপরে মনুষ্য উঠে, কিন্তু সোপানে কেহ লগ্ন হইয়া থাকে না, কিন্তু তোমারদিগের ইহার বিপরীত দেখি, যেহেতু কাল্প-

মিক উপাসনা যাহাকে সোপান, এবং ক খ লিখা তুল্য কহ তাহাকে দশ বর্ষ বয়সে আরম্ভ করিয়া অশীতিবর্ষ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ত্যাগ কর না, এবং পরমেশ্বরতত্ত্বকে বুঝিবার শক্তি হইলেও তাহাতে প্রবৃত্ত হও না, বরঞ্চ অন্য কোন ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে বাসনা করিলে তাহার প্রতি দ্বেষ করহ, পঞ্চম বর্ষ অবধি পুত্তলিকা লইয়া যে খেলা আরম্ভ কর মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাতে মগ্ন থাকিয়া মনুষ্য জন্ম বিফলে যাপন কর, যে পুত্তলিকা আপন মুখের মক্ষিকাকে দূর করিতে পারে না, এবং চোরে লইয়া গলাইলে তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না, এবং কোন এক আঘাত পাইলে খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়, সে তোমারদিগের নিস্তার করিবেক ইহা নিশ্চয় করিয়া কালহরণ করিতেছ, এবং মস্তকে নানা প্রকার বাঁকা ও সোজা তিলক মুদ্রা ও শরীরে ছাপা মুদ্রা ও গলাতে, কা-

ষ্টভার এসকল যমের শাসন হইতে তোমার-দিগকে নিস্তার করিবেক, ইহা বিশ্বাস করিয়া রহিয়াছি, এ কেবল অত্যন্ত অজ্ঞানতার কারণ হয়, অতএব পুনঃ পুনঃ বিনয়পূর্ব্বক কহিতেছি যে জগতের কারণ সর্ব্বব্যাপি পরব্রহ্মেতে শ্রদ্ধা কর এবং তাঁহাকে প্রত্যক্ষ সকলের সাক্ষী জানিয়া দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হও, এবং আপনার লাভের জন্য যাহারা পুত্তলিকা খেলাতে তোমারদিগকে প্রবৃত্ত করাইতেছে তাহারদি-গের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ইহলোকে হাস্যাস্পদ এবং পরলোকে অত্যন্ত দুঃখান্বিত হইও না, এখন সাবধান হও।

"পৌত্তলিক—আমরা দেবতা সকলকে পরব্রহ্মবোধ করি এমত নহে, কিন্তু পরব্রহ্ম প্রাপ্তির দ্বার জানিয়া ইহাঁরদিগকে উপাসনা করি, যেমন রাজার নিকট যাইবার নিমিত্ত দ্বারির অনুবৃত্তি করিতে হয়।

প্রাজ্ঞ—রাজার নিকট যাইবার নিমিত্ত যা-হারা দ্বারির উপাসনা করে, তাহারা ঐ দ্বারিকে সাক্ষাৎ রাজা করিয়া জানে না, কিন্তু তাহার বিপরীত তোমারদিগের দেখিতেছি, যাহার যাহার উপাসনা কর তাহাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া জান, আর রাজার নিকট যাইবার নি-মিত্ত দ্বারির উপাসনা করা উচিত বটে, যেহেতু রাজা হইতে দ্বারী নিকটস্থ হয়, অতএব সে দূ-রস্থ রাজার নিকট প্রাপ্ত করাইবেক, এখানে সে দৃষ্টান্ত কোন মতে হইতে পারে না, যেহেতু পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী সকলের অন্তর্যামী আত্মা স্বরূপ হয়েন, অতএব তাঁহা হইতে কে নিকটস্থ আছে যে তাঁহার প্রাপ্তির দ্বার করিয়া তাহাকে স্বীকার করিবে।

পৌত্তলিক—এক পরমেশ্বর সকলের প্রাপ্তব্য হইয়াছেন, তাহাতে কেহ জ্ঞানের দ্বারা কেহ বা কর্ম্মের দ্বারা এবং কেহ দেবতার উপাসনার দ্বারা
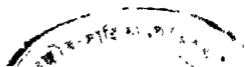
তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন, যেমন এক রাজার বাটী তাহাতে নানাপথ দ্বারা লোক পোঁহুছিতেছে।

প্রাপ্ত—এ সর্ব্বথা অশাস্ত্র যে নানা পথের দ্বারা পরমেশ্বর প্রাপ্তব্য হয়েন, যেহেতু জ্ঞান ব্যতিরেকে পরমেশ্বর কোন মতে প্রাপ্তব্য হয়েন না, ইহা বেদে এবং বেদান্তাদি শাস্ত্রে সর্ব্বদাই দৃঢ় করিয়া কহিয়াছেন।

তমেববিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়

শ্রুতিঃ।

সেই পরমাত্মাকেই জানিয়া কেবল জীব মুক্ত হয় মুক্তির নিমিত্ত অন্যপথ আর নাই।

তবে কর্ম্ম বিশেষ ও উপাসনা বিশেষ যাহা শাস্ত্রে কহিয়াছেন তাহার প্রয়োজন চিত্ত শুদ্ধি হইয়া যাবৎ জ্ঞান সাধনে প্রবৃত্তি না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু তোমরা যেরূপ উপাসনা করিয়া থাক তাহাতে চিত্ত শুদ্ধি হইবার বিষয় কি, বরঞ্চ চিত্তকে মলিন করে, সু-

তরাং তাহা পরমেশ্বরের প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধক হয়, যেমন কেবল দক্ষিণ দিকে যদি রাজবাটী থাকে, তবে কেবল পূর্ব্বাস্য হইয়া গমন করিলে কোটি বৎসরেও তাহার প্রাপ্তি হয় না।

মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাঞ্চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানোমানবাস্তদা॥

মনের দ্বারা কল্পিত যে মূর্ত্তি সে যদি মনুষ্যের মুক্তির কারণ হয়, তবে স্বপ্নে রাজ্য পাইলে ব্যক্তি-সকল রাজা হইতে পারে।

এ ভ্রমের পর্য্যবসান নাই, আপনি যাহাকে মনে গড়িতেছে এবং ভাঙ্গিতেছে, তাহাকে আপনার ঈশ্বর জানিয়া তাহা হইতে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষের প্রার্থনা করে। আর প্রত্যক্ষ দেখিতেছ যে, যাহার কখন বুকে বসিয়া কখন বা পাদ দ্বারা যাহাকে গ্রহণ করিয়া নির্ম্মাণ করে, এবং অস্ত্রের দ্বারা নিদীর্ণ করে ও যাহাকে খোদে এবং চাঁচে ও মক্ষিকাদি নানা অপবিত্র দ্রব্যেতে

বসিয়া ঐ অপবিত্র দ্রব্যের সহিত যাহার মুখে ও শরীরে বসে, তাহাকে জগতের ও আপনার ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া তাহার নিকট বর প্রার্থনা করে। অতএব এরূপ অজ্ঞানিকে কাহার শক্তি আছে যে জাগ্রদবস্থায় আনিতে পারে। পশু সকলও স্থাবরকে স্থাবরজ্ঞান ও পাষাণকে পাষাণ জ্ঞান করে, জলকে জলবোধ ও পশুকে পশুবোধ করিয়া থাকে, কিন্তু সে ব্যক্তি কিরূপে আপনাকে মনুষ্য বলাইতে ও পশুকে তুচ্ছ করিতে পারে,যে ব্যক্তি বৃক্ষকে দেবতা ও কোন কোন পাষাণকে পরম দেবতা ও কোন কোন জলকে সর্ব্বারাধ্য দেবতা ও শৃগাল বানর প্রভৃতিকে দেবতার প্রতিনিধি জ্ঞান করিয়া তাহার আরাধনা করে।

পৌত্তলিক—ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ ইচ্ছাধীন সকল করিতে পারেন, তবে, তাঁহার ইচ্ছাধীন কোন বিশেষ কর্ম্মের জন্য সাকার হওয়াতে কি বিচিত্র আছে।

প্রাজ্ঞ—জগতের সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্ব-শক্তিমান্ হয়েন, অর্থাৎ যাহা অন্যের অসাধ্য তাহা পরমেশ্বর করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার যে সকল ব্রহ্মধর্ম্ম অর্থাৎ নিত্যত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব বিভুত্ব বিকার রাহিত্য নিষ্কলত্ব ও সমভাবে স্থায়িত্ব ও হ্রাস বৃদ্ধিশূন্যত্ব ইত্যাদি ধর্ম্ম তাঁহার কখন অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই, অতএব তিনি সাকার হইলে এ সকল ধর্ম্মের অন্যথা হয়, যেহেতু সাকার বস্তু অত্যন্ত বৃহৎ হইলেও দিক্কাল আকাশের ব্যাপ্য হয়, সুতরাং তাহার সর্ব্বব্যাপকত্ব থাকে না, এবং যে সাকার বস্তু দৃষ্টি গোচর হয়, তাহার ধ্বংস আছে, সুতরাং তাহার নিত্যত্ব থাকে না, এবং সমভাবে স্থায়িত্ব থাকে না। আর অনিত্য ও ব্যাপ্য বস্তু সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না, আর তুমি আপনিই কহিতেছ যে তিনি ইচ্ছাধীন সকল করিতে পারেন, সুতরাং অসুরবধ ও ভূমির ভার হরণ তাঁহার ইচ্ছামতে

হইতে পারে, তবে ঐ সকল কার্য্যের সম্পন্ন হওয়া ঈশ্বরের আকার গ্রহণ বিনা হইতে পারে না ইহা স্বীকার করাতে নিরর্থক গৌরব হয়।

পৌত্তলিক—পুরাণে লিখিয়াছেন যে তাঁহার রূপ অপ্রাকৃত কেবল ভক্তজনের চক্ষুর্গোচর হয়।

প্রাজ্ঞ—যাহার রূপ আছে সে প্রাকৃত হয়, সুতরাং তাহার নানা অবস্থা হয়, তবে পুরাণে অপ্রাকৃত বলিয়া যে লিখেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে সামান্য প্রাকৃত নহেন যেমন।

পঞ্চানামপি যোভর্ত্তা নাসৌ প্রাকৃত মানুষঃ।

যে ব্যক্তি পাঁচজনের প্রতিপালন করে সে প্রাকৃত মনুষ্য নহে।

পৌত্তলিক—চৈতন্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা কহেন যে কৃষ্ণের এবং গৌরাঙ্গের শরীরের আত্মা পরব্রহ্ম হয়েন!

প্রাজ্ঞ—ব্রহ্মা অবধি কীট পর্য্যন্ত সকলেই ব্রহ্মময় হয়েন, অতএব কি কীট কি কীটের শরী-

রের স্ফূর্ত্তি কি কৃষ্ণ কি কৃষ্ণ শরীরের আভা ব্রহ্ম ভিন্ন নহে, কিন্তু তোমার কথার অনুসারে তোমার প্রতি দোষ উপস্থিত হয়, যেহেতু তুমি কহিলে যে কৃষ্ণের আভা ব্রহ্ম হয়েন, কিন্তু কৃষ্ণ ব্রহ্ম নহেন, তবে কৃষ্ণের উপাসনা বৃথা হয়, যেহেতু শাস্ত্রে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে কহিয়াছেন, সুতরাং যে ঈশ্বর নহে তাহার উপাসনা করা নিষ্প্রয়োজন হয়।

পৌত্তলিক—"অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" অর্থাৎ প্রত্যহ সন্ধ্যা করিবেক এই বিধি শাস্ত্রে দিয়াছেন, এবং নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবেক ইহাও কহিয়াছেন, অথচ তোমরা তাহার অনুষ্ঠান কেন না কর।

প্রাজ্ঞ—আমরা প্রণব ও গায়ত্রী জপের দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করি, এবং উপনিষদাদির শ্রবণ মনন দ্বারা উপাসনা করি, যাহা করিলে তাবৎ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান সিদ্ধ হয়।

তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচোবিমুঞ্চথ।

মুণ্ডক।

কেবল সেই এক আত্মাকে জান অন্য বাক্য ত্যাগ কর।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।

আত্মজ্ঞানে শমেচ স্যাৎ বেদাভ্যাসেচ যত্নবান্॥

মনু।

শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মোপাসনা ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ও প্রণব উপনিষদাদির অভ্যাসে যত্ন করিবেক।

এবং চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞান সোপান আরোহণের ইচ্ছাতে বর্ণাশ্রম বিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান যথাশক্তি করিতে বাধা নাই, কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ।

আত্মানমেব লোকমুপাসীত॥

আত্মেত্যেবোপাসীত।

তমেবৈকং জানথ আত্মানং॥

আত্মার উপাসনা করিবেক ইত্যাদি বিধিপ্রাপ্ত যে

আত্মোপাসনা তাহার অনুষ্ঠান তুমি কর না ইহার কারণ কি।

পৌত্তলিক—ব্রহ্মোপাসনার উপদেশে মারণ উচ্চাটনাদি ষট্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠান কিছুই নাই, সুতরাং এ ধর্ম্মে লোকের বিশ্বাস কিরূপে হইতে পারে।

প্রাজ্ঞ—সত্য যে পরব্রহ্মের উপাসনা তাঁহার সহিত সর্ব্বপ্রকারে মিথ্যা যে মারণ উচ্চাটন তাহার প্রয়োগের একত্র হওয়া নিতান্ত অসম্ভাবিত হয়, সুতরাং ব্রহ্মোপাসনার উপদেশে মারণ উচ্চাটনাদি বিধানের কোন সম্পর্ক থাকে না, কিন্তু যে সকল বঞ্চকেরা তোমারদিগকে পুত্তলিকার আরাধনাতে প্রবৃত্ত করিয়া তোমারদিগের ধন শোষণ করিয়া ইহলোক পরলোক হইতে পরিভ্রষ্ট করে, সেই সকল প্রতারকেরা অধিক লাভার্থী হইয়া কখন তোমারদিগের কামনা পরিপূর্ণ করিয়া দিবেক এই ছলে স্বস্ত্যা-

য়নের আড়ম্বর করে, আর কখন বা তোমারদি
গের অত্যন্ত বিপৎকাল উপস্থিত হইলে ঐ সকল
নির্দ্দয় প্রতারকেরা বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ করিবার
প্রত্যাশা দিয়া ধনাপহরণ করে, কোন ব্যক্তির
পুত্র মৃত প্রায় হইলে দয়া করা দূরে থাকুক্
বরঞ্চ উপার্জ্জনের সময় পাইয়া স্বস্ত্যয়ন চ্ছলে
তাহাকে ধনে প্রাণে নষ্ট করে, যদি সে পুত্রের
কাল হয় তবে স্বস্ত্যয়নের প্রতি কি জানি যদি
তাহার অশ্রদ্ধা হয় এ আশঙ্কায় কোন প্রতারক
কহে যে ক্রিয়াতে অঙ্গ-বৈগুণ্য হইয়াছিল এ
নিমিত্তে রক্ষা পাইলেক না. আর কেহ কহে যে.
ক্রিয়া বিফল হইবেক না, ঐ পুত্রের সদ্গতি
হইবেক, যে কোন দরিদ্র যাহার এক টাকারও
সঙ্গতি নাই যে ঔষধ পথ্যের নিমিত্ত ব্যয় করে,
এমত লোকের যখন গৃহিণী কিম্বা পুত্রাদি
পীড়িত হয়, তখন তাহার জল-পাত্র ভোজন-
পাত্র বিক্রয় করাইয়া অল্প ব্যয়-সাধ্য গ্রহপূ-

জাদি, স্বস্ত্যয়ন করে, কিন্তু মহাখেদের বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি আপনি দুই টাকার নিমিত্ত লালায়িত সে অন্যকে মন্ত্র দ্বারা লক্ষপতি করাইয়া দিবেক, এরূপ প্রতিজ্ঞাতে অজ্ঞান পৌত্তলিক সকল বিশ্বাস করে, আর যে আপনার পুত্রকে কিম্বা অমাত্যকে স্বস্ত্যয়ন দ্বারা রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়, সে অন্যের পুত্র ও অমাত্যকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করে ইহা পৌত্তলিকের বিশ্বাস জন্মে, রোগ হইলেই লোকের মৃত্যু হয়, এমত নহে, কখন শান্তি হইয়া থাকে, যদি দৈবাধীন শান্তি হয় তখন ঐ প্রতারকের উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, ক্রিয়াতে অঙ্গ বৈগুণ্য হইয়াছে ইহার নামও করে না, এবং কর্ত্তার শ্রদ্ধা ও আয়োজনের ত্রুটি ইহারও নাম করে না, কিন্তু মৃত্যু হইলে নানাছলে আপন সম্ভ্রম রাখে। আর দেখ, আপন আপন জয়ের নিমিত্ত বাদী প্রতিবাদি উভয়েই স্বস্ত্যয়ন করাইতেছে এমত স্থলে যাহার পরাজয় হয়
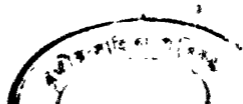
তাহারও নানাছল করিয়া শ্রদ্ধার ত্রুটি হইতে দেয় না। এবং ইহাও বুঝিতে হয় যে এক জন এক স্থানে বসিয়া জিহ্বা কিম্বা হস্ত পাদাদি হেলাইলে, দূরস্থ অন্য এক জনের শরীরের জ্বর-ত্যাগ ও আপৎ শান্তি ও বিবাদে জয় হইবেক ইহা কি রূপে সম্ভব হয়, যেহেতু কার্য্য কারণের বিশেষ সম্বন্ধ না হইলে কদাপি কার্য্যোৎপত্তি হয় না। যদি কেহ আপনার সিদ্ধতাই জানা-ইবার নিমিত্ত, সহস্র প্রকার মিথ্যা পরমার্থ ছলে কহে তবে তাহার অমান্যতা পৌত্তলিকেরা কি করিবেক, বরঞ্চ অতি মান্য করিয়া জানে, এবং ব্যভিচার যাহা শাস্ত্র ও ব্যবহার এদুয়ের অত্যন্ত বিরুদ্ধ তাহাও যদি কেহ পরমার্থছল করিয়া করে, তবে তাহার অনাদর, পৌত্তলিকেরা কদাপি করিবেক না, সেই রূপ অত্যন্ত মদিরা পান যাহা হইতে নানা প্রকার বিরুদ্ধ কর্ম্ম হইতে পারে তাহাও যদি পরমার্থছলে করে এবং

সেই পান দোষে নানা প্রকার উপদ্রব জন্মায় তথাপিও তাহাকে মহাপুরুষ করিয়া জানিবেক, ইহার কারণ এই যে কাহার নাম সাধু কর্ম্ম কাহার নাম অসাধু কর্ম্ম পৌত্তলিকের এ বিবেচনা নাই, যেহেতু সাধু কর্ম্মান্বিত ব্যক্তিরা কথন মিথ্যা বাক্য ও ব্যভিচার এবং পানদোষে বুদ্ধিনাশ ইহা কদাপি করেন না।

পৌত্তলিক—মহাপ্রসাদের ভক্ষণ এবং নির্ম্মাল্য গ্রহণ ইহা বিশেষ নিয়ম পূর্ব্বক ব্রহ্মবাদিরা কেন না করেন।

প্রাজ্ঞ—আহারের বিষয়ে বিশেষ নিয়ম করণের কিছু প্রয়োজন নাই, যেহেতু কি মহাপ্রসাদ কি অন্য কোন বস্তু, যাহাকে তোমরা অত্যন্ত পবিত্র 'বিম্বা' নিষিদ্ধ কহ, সে এক প্রহর কাল উদরস্থিত হইলে মলমূত্র রূপে পরিণত হয়, অতএব আহারের বিষয়ে মহাদেব কহিয়াছেন।

জলং জলচরৈর্ম্মিশ্রং দুগ্ধং গোমাংসনিঃসৃতং।
অন্নানি মেদজাতানি নিরামিষ্যং কথং ভবেৎ॥

মৎস্য মণ্ডুক জলকীট প্রভৃতিতে জল পরিপূর্ণ আছে. আর গোমাংস হইতে দুগ্ধ প্রত্যক্ষে নিঃসৃত হয়. আর মধুকৈটভের মৃত শরীরে যে পৃথিবী তাহা হইতে তাবৎ অন্ন জন্মে অতএব নিরামিষ সামগ্রী অসম্ভব হয়।

পৌত্তলিক—তোমরা ব্রহ্মজ্ঞানী বলাইয়া অন্যের ন্যায় বিষয় চেষ্টা করিতেছ, এবং কাম ক্রোধাদিতে আচ্ছন্ন আছ ও উত্তম আহার কর এবং উত্তম যানে আরোহণ কর ও লোকের সহিত বাদানুবাদ কর, ব্রহ্মজ্ঞানী যথার্থ হইলে পঙ্ক চন্দনে সমান জ্ঞান হইত।

প্রাজ্ঞ—যাবৎ শরীর থাকে তাবৎ কি জ্ঞানী কি অজ্ঞানী কি পশু পক্ষী সকলেই শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের যে ধর্ম্ম তদনুসারে চেষ্টা করিয়া থাকেন, আত্মা নির্লিপ্ত ইহা সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারিযুগের জ্ঞানিদিগের ক্রিয়াতে নিদর্শন

আছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তিনি বৌদ্ধকে পরাভব করিয়াছেন, এবং মণ্ডন মিশ্রের সহিত বিচার করিয়াছেন, ও ভাষ্যাদি প্রকাশ দ্বারা পরব্রহ্মের পথকে সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং ভগবান্ বেদব্যাস যিনি বেদান্তের সূত্র করিয়াছেন তিনিও গার্হস্থ্য এবং পৌরোহিত্য এবং অধ্যাপন সমুদয় ব্যবহার করিয়াছেন, এবং ভৃগু বশিষ্ঠ নারদ পরাশর প্রভৃতি সকল ঋষিরা লোক ব্যবহার নিষ্পন্ন করিয়াছেন, এবং জনকাদি মহাজ্ঞানিগণ রাজ্যের রক্ষার্থে যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়াছেন। বিষ্ঠা চন্দনকে এক করিয়া জানা ও ঘট পটকে এক করিয়া স্বীকার করা এবং মৃত্তিকা পাষাণাদিতে দেব বুদ্ধি করা এ উন্মাদগ্রস্ত পৌত্তলিকের কার্য্য হয়, জ্ঞানির কার্য্য কদাপি নহে, তবে জ্ঞানী ব্যক্তি কি বিষ্ঠা চন্দন কি ব্রহ্মা অবধি কীট পর্য্যন্ত সকলকে সমান রূপে পরব্রহ্মের কার্য্য ও তাঁহার অধীন জানিয়া

সর্ব্বত্র সমান রূপে পরমেশ্বরকে ব্যাপক জানেন, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তোমরা পুত্তলিকাজ্ঞানী হইয়া অর্থাৎ খেলিবার পুত্তলিকাকে ঈশ্বর জানিয়া উত্তম খাদ্য খাইবে এবং উত্তম যানে চড়িবে, আর আমরা ঈশ্বরকে ঈশ্বর রূপে জানিয়া আহারাদি সকল ত্যাগ করিয়া জড়রূপে কাল হরণ করিব এই রূপ তোমাদিগের বাসনা, কিন্তু নিশ্চয় জানিবে পরমেশ্বরের পথাবলম্বিদিগের ইহলোকে ও পরলোকে পৌত্তলিক অপেক্ষা সুখে কালযাপন অবশ্যই হইবেক, আর ইন্দ্রিয়ের দমনে যত্ন করা জ্ঞানির কর্ত্তব্য হইয়াছে, সম্পূর্ণ রূপে দমন করা অনেক অভ্যাস অপেক্ষা করে, তবে যদি ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে নিদর্শন দিতে পার যে ইন্দ্রিয় দমনের যত্ন করেন না, তাহাতে উপদেশের কিম্বা উপদেশকর্ত্তাদিগের দোষ হইতে পারে না, জ্ঞানোপদেশ সমান হইয়াও গ্রহীতার

যন্ত্রের তারতম্য দ্বারা প্রকাশের তারতম্য হয়, এপ্রকার অনুষ্ঠানের তারতম্য কেবল জ্ঞানীর মধ্যেই পাওয়া যায় এমত নহে, কর্ম্মীতে এবং উপাসকেতেও দেখিতেছি, যে সমান রূপে কর্ম্মের ও উপাসনার উপদেশ পাইয়া কেহ তাহার অনুষ্ঠান করে কেহ বা বিপরীত করে।

পৌত্তলিক—তোমরা গ্রহবৈগুণ্য ও যাত্রাদির দোষ কেন মান্য না কর।

প্রাজ্ঞ—আমরা কেবল পরমেশ্বরকে ভয় করি, ফলের দাতা করিয়া তাঁহাকেই অঙ্গীকার করিয়া থাকি, অন্য কাহাকে ফলাফলের দাতা জানি না।

আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মকে জানিলে অন্য কাহাকে ভয় করে না।

বিশেষতঃ সূর্য্যাদি গ্রহ সকল পৃথক্ পৃথক্ স্থানে থাকেন, তাঁহারা ভূমণ্ডলে যে সকল ব্যক্তি থাকে কিম্বা যাত্রা করে তাহারদিগের ভদ্রাভদ্রের

কারণ হয়েন, ইহাতে যাহার বুদ্ধি বিচলিত না হইয়া থাকে সে বিশ্বাস করিতে পারে না, কুরুক্ষেত্রে যদি এক পর্ব্বত থাকে সেই পর্ব্বতকে কিম্বা সেই পর্ব্বতস্থ বৃক্ষের হেলানকে তোমার ভদ্রাভদ্রের কারণ করিয়া কেহ যদি কহে তবে সে ব্যক্তিকে সর্ব্বথা উপহাস করিবে, বস্তুত তোমারদিগকে জ্ঞানহীন জানিয়া কখন পুত্তলিকার ভয় দেখাইয়া কখন ভূত প্রেতের ভয় দেখাইয়া কখন বা গ্রহাদির ভয় দেখাইয়া ধন মোষণ করে।

পৌত্তলিক—পৌত্তলিকের সহিত তোমারদিগের এত অন্তঃকরণের অনৈক্য কেন।

প্রাজ্ঞ—ইহার কারণ এই যে যাহার সহিত পরমার্থে এবং লৌকিক ব্যবহারে উদয়াচল অস্তাচলের ন্যায় পরস্পর অন্তর হয়, তাহার সহিত অন্তঃকরণের ঐক্য হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না, তাহার বিবরণ এই আমরা যাঁহাকে বিশুদ্ধ সর্ব্বব্যাপক অবিনাশি পরমেশ্বর জানি,

তাঁহাকে তোমরা কখন জন্মের অপবাদ কখন মরণের অপবাদ কখন ব্যভিচারের অপবাদ কখন চৌর্য্যের অপবাদ কখন যুদ্ধ এবং কাম ক্রোধাদির অপবাদ দিয়া থাক, ইহাতে তোমারদিগের সহিত কিরূপে অন্তঃকরণের প্রীতি জন্মিতে পারে, ইহা ঋষিবাক্যে পূর্ব্ব হইতেই বিদিত আছে।

জন্মাপবাদং দ্রোহঞ্চ তথা মিথ্যাবভাষণং।
কামং ক্রোধং তথা চৌর্য্যং পরদারাভিমর্ষণং॥
বীভৎসং মরণং ক্ষোভং দুষ্ক্রিয়া বিবিধাঃ কলৌ।
পাষণ্ডিনো বিধাস্যন্তি বিশুদ্ধে পরমাত্মনি॥

কলিকালে বিশুদ্ধ স্বরূপ পরমাত্মাতে পাষণ্ডি ব্যক্তি সকল জন্ম ও দ্রোহ ও মিথ্যা কথন, ও কাম ক্রোধ, চৌর্য্য পরদারাভিগমন, এবং মরণ ও ক্ষোভ, ইত্যাদি নানাপ্রকার দুষ্ক্রিয়া সকলের উল্লেখ করিবেক।

তোমারদিগের নানাবিধ দুঃখ দেখিয়া দয়া অবশ্যই হয়, অর্থাৎ আহারের সামগ্রী থাকিতেও আহার না করিলে ঈশ্বর তুষ্ট হইবেন, ইহা

বলিয়া আহার কর না, সময় থাকিতেও বার-বেলা কালবেলা ইত্যাদি বিড়ম্বনাতে কর্ম্মে নি-রক্ত থাকিয়া বৃথা কাল যাপন কর, দানের পাত্র যে সৎক্রিয়ান্বিত দরিদ্র তাহাকে না দিয়া অত্যন্ত অভিমান বিশিষ্ট ধনবান্ প্রতারকদিগকে দেও, সুগন্ধি পুষ্পাদি বস্তু সকল যাহাদের আঘ্রাণ শক্তি আছে, তাহারদিগকে না দিয়া কখন তা-ম্রকুণ্ডে কখন নদীতে কখন বা অচেতন বস্তুতে নিঃক্ষেপ করিয়া নষ্ট কর, শীত কালে জলঘ-টিত দুঃখ গ্রীষ্মকালে অগ্নি দ্বারা দুঃখ ইচ্ছা পূ-র্ব্বক গ্রহণ কর, দিবা রাত্রি মনের কল্পিত ভয়েতে অর্থাৎ ভূতাদির ভয়েতে ভীত থাক, ঈশ্বর এ স্থানে নাই অমুক স্থানে আছেন এই ভ্রমে কখন নানা দেশ ভ্রমণ দ্বারা অতি ক্লেশ পাও, কাহর বা তাহাতে মৃত্যু হয়, উত্তম জল থাকিতে কর্দ্দম ও মলসহিত ক্ষারযুক্ত জল পান কর, ও তাহাতে অবগাহন কর, কখন কখন

তোমারদিগের এক এক ব্যক্তি অনেক বিবাহ করিয়া সেই সকল স্ত্রীকে কেবল দুঃখের ও অধর্ম্মের এবং কলঙ্কের ভাজন করে, এবং আপনারা মনস্তাপ পায়। বিশ পঁচিশ টাকা যাহা এক ঘোড়ার মূল্য নহে, তাহার দ্বারা পাষাণের কিম্বা মৃত্তিকার পিণ্ডকে ক্রয় করিয়া তাহাকে আপনার ঈশ্বর কহ, আর যে অহঙ্কার অপেক্ষা নিন্দিত কোন রিপু নাই তাহাতে ও মিথ্যা ও প্রতারণাতে পরিপূর্ণ যে দাম্ভিক ব্যক্তি সকল তাহারদিগকেই গুরু করিয়া জান। আর পুস্তকে সূর্য্য সিদ্ধান্ত প্রভৃতি জ্যোতিঃশাস্ত্র, যাহাতে পৃথিবীকে গোল এবং শূন্যস্থায়ি ও পৃথিবীর ছায়ার দ্বারা চন্দ্রের গ্রহণ হয় কহিয়াছেন; এবং সূর্য্যের উত্তাপের দ্বারা জলাকর্ষণ হইয়া বৃষ্ট্যাদি হয়, ইহা বর্ণন আছে, সে সকল গ্রন্থের উপদেশ না দিয়া পুরাণাদি যাহাতে ইতিহাস-ছলে ধর্ম্ম ও নীতির কথন তাৎপর্য্য, হই-

য়াছে তাহার ইতিহাসকে শুকের ন্যায় উপদেশ দেও, অর্থাৎ কহ পৃথিবী ত্রিকোণ ও সর্পের মস্তকে আছেন চন্দ্র সূর্য্যের শত্রু হইয়া রাহু তাহারদিগকে গ্রাস করে, এবং মেঘ ও মেঘের স্ত্রী ইহারা সকলে বৃষ্টি করে, ও মেঘের ঘর্ষণ দ্বারা শব্দ হইলে কহ যে দেবতারা গর্জ্জিতেছেন, দৈবাধীন হাঁছি হইলে ও টিকটিকী শব্দ করিলে কহ যে এ সময়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে অকল্যাণ হইবেক, এই রূপ সহস্র প্রকার অজ্ঞানতার ব্যবহার করিতে এবং তাহার পরস্পর উপদেশ করিতে তোমারদিগকে সর্ব্বদাই দেখি, সুতরাং মনুষ্যাকার ব্যক্তিকে এরূপ জড়ের ব্যবহার করিতে দেখিলে মনস্তাপ হয়। আর তোমারদিগের সহিত অন্তঃকরণের অনৈক্যের কারণ এই যে তোমরা যাহাকে কর্ত্তব্য ধর্ম্ম জান, এবং তোমারদিগের আরাধ্যের যে সকল ক্রিয়া, তাহাকে আমরা নিতান্ত অধর্ম্ম করিয়া জানি, তা-

হার বিবরণ এই যে তোমরা মৃত্তিকা পাষাণ বৃক্ষ পশু পক্ষি প্রভৃতিকে ঈশ্বর বোধ কর, আমরা তাহা করি না, তোমরা হস্তপাদাদি ভঙ্গীকে ও নাচা ও খেলাকে এবং গলাতে কাষ্ঠাদিধারণকে ও চন্দনাদির অলকা তিলকাকে পুণ্যের কারণ জ্ঞান, আমরা তাহা জানি না, তোমরা স্থান বিশেষের জলকে ও ধূলিকে ও কর্দ্দমকে পান ও দেহে ধারণ করিলে, পুণ্য হয় কহ, আমরা তাহা কহি না, তোমারদিগের মধ্যে কেহ কেহ কোন স্থান বিশেষের অন্নকে অপরিষ্কার স্থানে ও অপরিষ্কার হস্তে অতি পবিত্র ও পুণ্যজনক জানিয়া খায়, আমরা তাহা স্বীকার করি না, আর তোমারদিগের কোন মতাবলম্বিরা কেবল মাদক সামগ্রীর ভোজন ও জীব হিংসাকে ও রক্তোৎসবকে পরমার্থ সাধন জানে, আমরা তাহা জানি না, তোমারদিগের কোন মতাবলম্বিরা শরীর-নিঃসৃত অপবিত্র ভোজনকে

পুণ্যজনক কহে, তাহা আমরা কহি না, এবং স্ত্রীলোককে অগ্নি দ্বারা হত্যা করা ও বৃদ্ধ মাতা পিতাকে জলে মগ্ন করিয়া পাষাণ ইষ্টকাদিতে হস্তি ঘর্ষণ করিয়া বধ করা তোমরা যাহাকে ধর্ম্ম কহ, তাহাকে আমরা ধর্ম্ম কহি না, অনেক লোকের সভা করিয়া দান করা যাহাকে তোমরা ধর্ম্ম কহ, আমরা তাহা বলি না, শঙ্খ ঘন্টা বাদ্য ও নৃত্য তুড়ি ইত্যাদিকে তোমরা ধর্ম্ম কহ, তাহা আমরা মানি না, কাল বিশেষে আপনারও অনাহার করা এবং অন্যকে অনাহারে রাখা তোমরা ধর্ম্ম জান, তাহা আমরা স্বীকার করি না, উপাসনা বিশেষে নানাবিধ ব্যভিচারকে তোমরা ধর্ম্ম কহ, তাহা আমরা কহি না, অত-এব এখনও বলিতেছি যে, ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপি ও সকলের কায়মনোবাক্যের সাক্ষিরূপে বিশ্বাস করহ, আর তাঁহার যে নিয়ম তদনুসারে আত্মোপকার ও পরোপকার করিয়া কৃতার্থ হও। তো-

মরা আমারদিগের এরূপ উপদেশের দ্বারা উপকৃত না হইয়া যদি আমারদিগের স্তুতি দ্বেষ ও দুর্দশা কর তাহাকে আমরা তুচ্ছ করিয়া জানিব. যেহেতু মৃত্তিকা. প্রস্তর. কাষ্ঠ. ধাতু. যাহার দেবতা হয়, এবং যাহার আরাধ্য বানর ভল্লুক চীল শৃগাল প্রভৃতি হয়, এমত দুর্দ্দশাপন্ন অজ্ঞান লোকের কথায় কোন বিশেষ হানি লাভ নাই। অতএব তোমরা আমারদিগের দয়ার পাত্র হও কিন্তু দ্বেষের যোগ্য নহ, পুনর্ব্বার কহিতেছি পুত্তলিকা খেলা ত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরেতে শ্রদ্ধা কর ॥